ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ▪ ১০ম সংখ্যা ▪ নারায়ণ ৫৩১ ▪ ডিসেম্বর ২০১৭

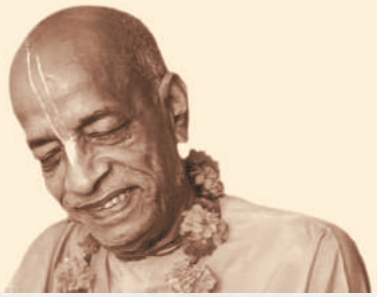

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

সাধু এবং প্রতারক	২
ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লক্ষ্য পূরণের এক বৈপ্লবিক পুনর্জন্ম	৫
শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর	১০
প্রকৃত গুরু নির্ধারণের পন্থা	১৩
নববর্ষের প্রতিজ্ঞা	১৯
কেন আমি কৃষ্ণের ভক্ত হব?	২৫
ইসকন দুর্গাপুর পরিচয়	২৮

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৯
ছোটদের আসর	১৬
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	১৮
ইসকন সমাচার	২২
ভক্তি কবিতা (আসল কথা)	২৭

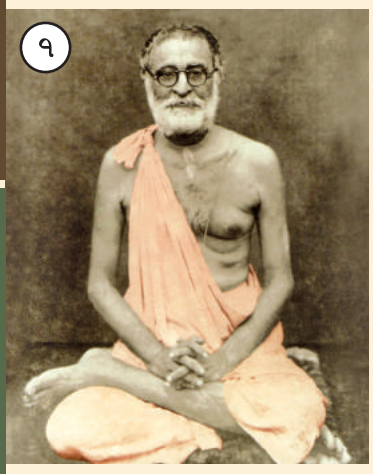

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সাধু এবং প্রতারক

লন্ডন টাইমস পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

সাংবাদিক ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, আগের থেকে অনেক বেশী মানুষ এখন পারমার্থিক জীবনের অন্বেষণ করছে। আপনি কি বলতে পারেন তার কারণটা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ পারমার্থিক জীবনের বাসনা সকলেরই একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। আমরা চিন্ময় জীবাত্মা, তাই জড় পরিবেশে আমরা সুখী হতে পারি না। আপনি যদি একটি জলের মাছকে ডাঙায় তুলে আনেন, তাহলে সে কি সুখী হবে? তেমনই পারমার্থিক চেতনা ব্যতীত আমরা কখনো সুখী হতে পারি না। আজ কত মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তারা সুখী নয়, কারণ সেগুলি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বহু অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা সেটা বুঝতে পারছে এবং তাই তারা বৈষয়িক জীবন বর্জন করে পারমার্থিক জীবনের অন্বেষণ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে যথার্থ অনুসন্ধান। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারে না। সেটি বাস্তব সত্য। তাই, আমরা সকলকে আহ্বান জানাই এই মহান আন্দোলন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য।

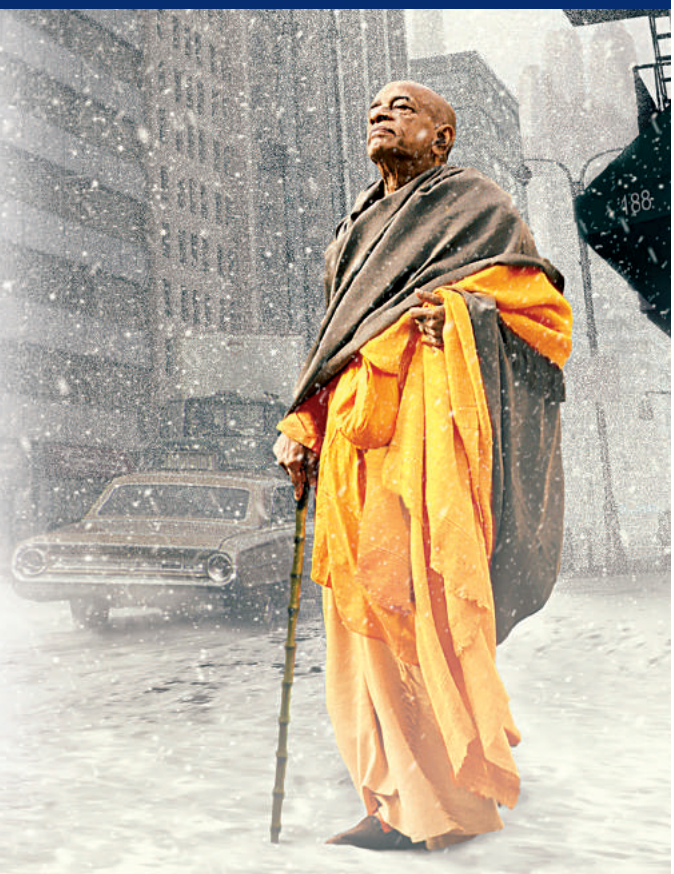

সাংবাদিক ঃ সত্যি কথা বলতে কি, যে ব্যাপারটি আমাকে বিচলিত করে তা হচ্ছে — কিছুদিন আগে একজন ভারতীয় যোগীর ইংল্যান্ডে আসার পর, যে ছিল এখানে প্রথম গুরু, হঠাৎ অসংখ্য গুরুর আমদানী হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, তারা সকলেই খাঁটি নয়। যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী, তাদের কি সাবধান করে দেওয়া উচিত যে, তারা যেন যথার্থ শিক্ষা লাভের জন্য যথার্থ গুরু যাচাই করে নেয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, গুরুর সন্ধান করা খুবই ভাল, কিন্তু আপনি যদি একজন সস্তা গুরু চান, অথবা আপনি যদি প্রতারিত হতে চান, তাহলে আপনি অনেক প্রতারক গুরু পাবেন। কিন্তু আপনি যদি ঐকান্তিক হন, তাহলে আপনি ঐকান্তিক গুরু পাবেন। যেহেতু মানুষ সব কিছুই সস্তায় পেতে চায়, তাই তারা প্রতারিত হচ্ছে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, জুয়া, পাশা ইত্যাদি খেলা এবং মাদক দ্রব্য বর্জন করতে নির্দেশ দিই। মানুষ মনে করে যে, সেটি ভীষণ কঠিন— অনর্থক ঝামেলা। কিন্তু কেউ এসে যদি বলে, 'তোমরা যে সমস্ত অপকর্ম করে চলেছ, সেগুলি সব করে যাও, কেবল আমার থেকে মন্ত্র নাও,' তাহলে মানুষ তাকে খুব পছন্দ করবে। আসল কথা হচ্ছে, মানুষ প্রতারিত হতে চায়, তাই প্রতারকেরা আসে। কেউই কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কষ্ট স্বীকার করা, তপশ্চর্যা পালন করা, কিন্তু সেই তপশ্চর্যা পালনে কেউই প্রস্তুত নয়। তাই প্রতারকেরা এসে বলে, 'তপশ্চর্যার প্রয়োজন নেই, তোমার যা ইচ্ছা তাই করে যাও। কেবল আমাকে কিছু টাকা দাও, আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দেব। ছয় মাসের মধ্যে তুমি ভগবান হয়ে যাবে।' এই সব হচ্ছে। আপনি যদি এইভাবে প্রতারিত হতে চান, তাহলে প্রতারকরা আসবেই।

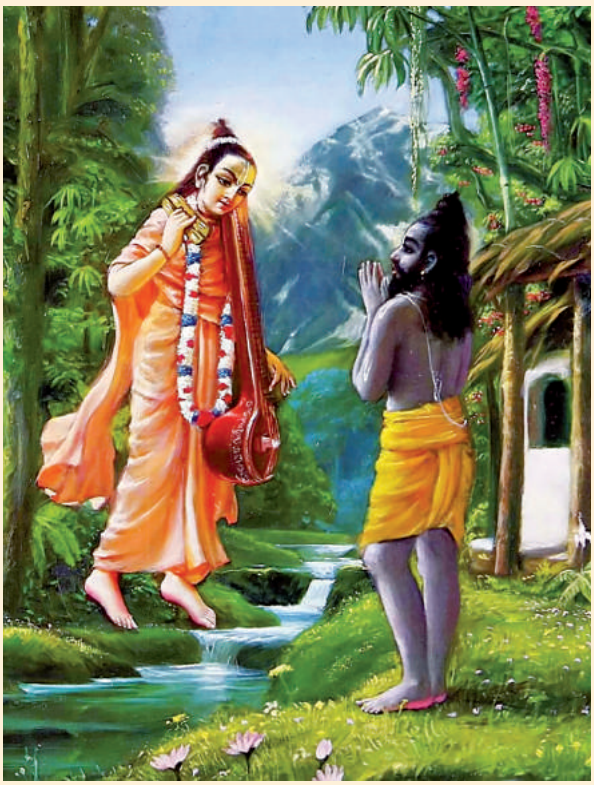

মুন্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্— 'প্রকৃত গুরু, শাস্ত্র ও বৈদিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ, এবং তিনি সর্বতোভাবে পরব্রহ্ম ভগবানের উপর নির্ভরশীল।'

সাংবাদিক ঃ যে মানুষ ঐকান্তিকভাবে পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী, কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রতারক গুরুর পাল্লায় পড়েছে, তার কি হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আপনি যদি সাধারণ শিক্ষালাভ করতে চান, তাহলে আপনাকে সেই জন্য কত সময় দিতে হয়, কত পরিশ্রম, কত প্রচেষ্টা করতে হয়। তেমনই, আপনি যদি পারমার্থিক জীবন গ্রহণ করতে চান, তাহলে আপনাকে ঐকান্তিক হতে হবে। কোন মন্ত্রের প্রভাবে কোন মানুষ ছয় মাসের মধ্যে ভগবান হয়ে যেতে পারে? মানুষ কেন সেই ধরনের কিছু প্রত্যাশা করে? তার অর্থ হচ্ছে যে, তারা প্রতারিত হতে চায়।

সাংবাদিক ঃ মানুষ কিভাবে বুঝতে পারবে যে, কে যথার্থ গুরু?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমার কোন শিষ্য কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?

জনৈক শিষ্য ঃ আমার মনে আছে, একবার জন লেনন আপনাকে প্রশ্ন করেছিল, 'আমি কিভাবে বুঝব কে প্রকৃত গুরু?' এবং আপনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'খুঁজে দেখ কে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবচাইতে বেশী আসক্ত। তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গুরু।'

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, যথার্থ গুরু হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি এবং তিনি ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলেন না। প্রকৃত গুরু হচ্ছেন তিনি, যার জড় জগতের কোন বিষয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তিনি কেবল ভগবানের প্রতি আসক্ত। সেটিই যথার্থ গুরুর একটি লক্ষণ। ব্রহ্মনিষ্ঠম্। তিনি পরমতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন। মুন্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্— 'প্রকৃত গুরু, শাস্ত্র ও বৈদিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ,

এবং তিনি সর্বতোভাবে পরব্রহ্ম ভগবানের উপর নির্ভরশীল।' তিনি জানেন, ব্রহ্ম কি এবং কিভাবে ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হতে হয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। যে কথা আমি আগেই বলেছি, প্রকৃত গুরু হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, ঠিক যেভাবে রাষ্ট্রদূত রাজার প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রকৃত গুরু তার মনগড়া কিছু তৈরী করেন না। তিনি যা বলেন, তা সবই শাস্ত্র এবং পূর্বতন আচার্যদের বাণীর পুনরাবৃত্তি। তিনি কখনো কাউকে একটা মন্ত্র দিয়ে বলবেন না যে, আপনি ছয় মাসের মধ্যে ভগবান হয়ে যাবেন। সেটি গুরুর কাজ নয়। গুরুর কাজ হচ্ছে সকলকে ভগবানের ভক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা। সেটিই হচ্ছে গুরুর আসল কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, তার আর কোন কাজ নেই। যার সঙ্গেই তার সাক্ষাত হয় তাকেই তিনি বলেন, 'দয়া করে ভগবত-চেতনা সম্পন্ন হোন।' তিনি যদি যে কোনভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং সকলকে ভগবানের ভক্ত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গুরু।

সাংবাদিক ঃ খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের তাহলে কি বলা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু তিনি যাই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি যদি কেবল ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহলেই তিনি গুরু। এখানে যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তিনি মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন, 'ভগবানকে ভালবাসার চেষ্টা কর'। যে কেউ- তা তিনি হিন্দু হোন, মুসলমান হোন বা খ্রীষ্টান হোন, তাতে কিছু যায় আসে না, তিনি যদি ভগবানকে ভালবাসার জন্য মানুষদের অনুপ্রাণিত করেন, তাহলেই তিনি গুরু। সেটিই হচ্ছে পরীক্ষা। গুরু কখনো বলেন না, 'আমি ভগবান' অথবা 'আমি তোমাকে ভগবান বানিয়ে দেবো।' যথার্থ গুরু বলেন, 'আমি ভগবানের দাস, এবং আমি তোমাকে ভগবানের সেবকে পরিণত করব।' গুরু কি পোশাক পরে আছেন তাতে কিছু যায় আসে না। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়। যথার্থ গুরু কেবল মানুষকে ভগবানের ভক্তে বা কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই।

সাংবাদিক ঃ কিন্তু অসৎ গুরু ...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ 'অসৎ' গুরু কি?

সাংবাদিক ঃ অসৎ গুরু হচ্ছে যে টাকা এবং সম্মান চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু সে যদি অসৎ হয়, তাহলে সে গুরু হবে কি করে (হাস্য), লোহা কিভাবে সোনা হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে গুরু কখনো অসৎ হতে পারেন না, কারণ কেউ যদি অসৎ হয়, তাহলে সে গুরু হতে পারে না। তাই আপনি বলতে পারেন না 'অসৎ গুরু'। সেটি পরস্পর বিরোধী। আপনাকে কেবল জানবার চেষ্টা করতে হবে, প্রকৃত গুরু কে। প্রকৃত লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি কেবল ভগবানের কথা বলেন। তিনি যদি অন্য কোন অর্থহীন বিষয়ের কথা বলেন, তাহলে তিনি গুরু নন। গুরু কখনো অসৎ হতে পারেন না। অসৎ গুরুর কোন প্রশ্নই ওঠে না; ঠিক যেমন বলা যায় না লাল গুরু অথবা সাদা গুরু। গুরু মানেই হচ্ছে যথার্থ 'গুরু'। আমাদের কেবল জানতে হবে যে, প্রকৃত গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি কেবল ভগবানের কথা বলেন এবং মানুষকে ভগবানের ভক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি যদি তা করেন তাহলে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গুরু।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লক্ষ্য পূরণের এক বৈপ্লবিক পুনর্জন্ম

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

এই পৃথিবীকে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্লাবনে প্লাবিত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা প্লাবিত করেছিলেন। তিনি একটি বিশেষ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন যেটি সাধারণভাবে স্বতন্ত্র। আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সাধারণ ঐতিহ্যটি বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যখন একজন সত্ত্ব গুণের অধিকারী হন তখন তিনি কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। আধ্যাত্মিক গুরুর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্র অভ্যাসের দ্বারা তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় এবং তিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হয়ে পারমার্থিক উৎকর্ষতা, সিদ্ধ স্বরূপ লাভ করেন। এটি সাধারণ ঐতিহ্য ছিল।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রথার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সমগ্র বিশ্ব অনাচারে পরিপূর্ণ ছিল। যদিও এটি ছিল কলিযুগের প্রারম্ভ কিন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক অনাচারে ভরে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল---

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। রাক্ষসেরা কলিযুগের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা বৈদিক সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে। তাদের বৈদিক শাস্ত্র এবং বৈদিক সংস্কৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং তারা বৈদিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছিল। সুতরাং কলিযুগের এটিই হচ্ছে সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু ঠিক তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাবধারাকে বাতিল করে ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাজই হলো ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

অতএব কলিযুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণে ভগবান বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান হলেও এসেছিলেন এক ভক্তরূপে। তিনি এক স্বতন্ত্র আন্দোলন, সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর।

এই হলো পারমার্থিক উন্নতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। এই প্রক্রিয়ায় কোন যোগ্যতার বিচার নেই। যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম বা যে কোন শিক্ষা সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষই দিব্য নামের এই সমবেত সংকীর্তনের অতি সহজ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এ এক অনুপম উপহার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অনুপম উপহারের অপর একটি বিচার্য বিষয় হলো—এটি সর্বাপেক্ষা সরল প্রক্রিয়া কিন্তু এর ফল হলো সর্বোত্তম পারমার্থিক লাভ। এ ধরনের পারমার্থিক লাভ অন্যান্য যুগের মানুষের কাছে সুলভ ছিল না। অন্যান্য যুগে মানুষ সাধারণত বৈধীভক্তি অনুসরণ করে শুধুমাত্র বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত যেতে পারত। কিন্তু অন্যান্য যুগে গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত না। এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে ভগবানের দিব্য নাম জপের অত্যন্ত সরল প্রক্রিয়া দিলেন যাতে আমরা চিন্ময় লোকের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বাধিক বিস্ময়কর পারমার্থিক জ্ঞান লাভ পেতে পারি।

মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো পৃথিবীতে এবং প্লাবিত করল সমগ্র ভারতবর্ষকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করলেন। অবশ্যই বিভিন্ন স্থানে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আমরা জানি, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তিনি প্রচন্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এমনকি মুসলমান রাজকর্মচারী চাঁদকাজীর কাছে গিয়ে অভিযোগও করেছিলেন। জগন্নাথপুরীতে গিয়ে রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো পৃথিবীতে এবং প্লাবিত করল সমগ্র ভারতবর্ষকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত অল্প বয়সে, মাত্র আটচল্লিশ বছরে এই পৃথিবী থেকে অপ্রকট হন। যদিও তাঁর পার্ষদগণ, খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক আচার্যগণ, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বগণ এই আন্দোলন বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি, পরে ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলন অদৃশ্য হয়ে যায়। মহাপ্রভুর নির্দেশাবলী, মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং মহাপ্রভুর ধামও এই জগত থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা, অপসম্প্রদায়সমূহ, অস্বীকৃত অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং কার্যাবলীর নিম্নস্তরের অনুকরণ সমূহের সূচনা হয়। এই সকল অপসম্প্রদায়গুলি এমন সব শিক্ষার প্রচার শুরু করে যা শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার ঠিক বিপরীত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাসমূহ ধর্মের বিশুদ্ধ নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ঐ অপসম্প্রদায়গুলির কার্যাবলী সম্পূর্ণ অধার্মিক।

এই হলো কলিযুগের অপর একটি চরিত্র। এই যুগ অধর্মের যুগ। সেইজন্য অধার্মিক রীতিনীতিগুলি বৃদ্ধি পাবে এবং ধার্মিক রীতিনীতি অবহেলিত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পরই এই ঘটনা ঘটতে শুরু করে। সোজা কথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার নামে তারা চারটি অবশ্য পালনীয় রীতি যার ওপরে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তা অমান্য করতে শুরু করে। চারটি নীতি যেমন, আমিষ আহার বর্জনীয়, নেশা দ্রব্য বর্জনীয়, অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জনীয় এবং জুয়া খেলা বর্জনীয় এগুলি অবহেলিত হতে শুরু করল। পরিবর্তে এই সমস্ত অবৈধ কার্যাবলী অধিক মাত্রায় হতে লাগল।

অপসম্প্রদায়গুলিরও এই চরিত্রই ছিল। এরাও কম বা বেশী মাত্রায় এই কাজই করছিল, অথবা ভক্তিযোগ প্রচার না করে নিরীশ্বরবাদ অথবা মায়াবাদ প্রচার করছিল। প্রায় দু'শো বছর ধরে এই ঘটনাই ঘটছিল। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে এই সব অপসম্প্রদায়ের কবলে ছিল। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে এই সকল অপসম্প্রদায়ের প্রভাব এতটা প্রকট ছিল না। কিন্তু বৃন্দাবন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থল মায়াপুর ও নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নামে এই সমস্ত কার্যাবলী অত্যন্ত প্রবল ভাবে বেড়ে উঠছিল।

অতঃপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সকল কার্যাবলী নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি বৃন্দাবনে তাঁর মঞ্জরীদের একজন, তাঁর পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাঠালেন। তারপর তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে তাঁর পুত্র রূপে পাঠালেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলির পুনর্জন্ম ঘটালেন। তিনি বিশদভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে ছাপার অক্ষরে শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবলীর উন্নত স্তরের বিশদ এবং ত্রুটিহীন ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি ব্যস্ত ছিলেন; তাঁর সমস্ত সময়ই প্রায় রাজকার্যে অতিবাহিত হতো। তাঁর হাতে অধিক সময় ছিল না। তাঁর পক্ষে এককভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলির প্রচার ও প্রসার কার্যকরীভাবে করা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য তিনি ভগবান শ্রীজগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলেন যাতে তিনি তাঁকে একজন বিদগ্ধ সহকারী প্রদান করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলস্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর কাছে ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপাপ্রসাদ স্বরূপ আবির্ভূত হলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার

নাম রাখলেন বিমলাপ্রসাদ, বিমলাদেবীর প্রসাদ, যা প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথদেবের প্রসাদ। কারণ জগন্নাথদেবের প্রসাদ যা বিমলা দেবী অর্থাৎ মা অন্নপূর্ণার মাধ্যমে বিতরিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাধারণভাবে একজন অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একজন সাধারণ জীবাত্মা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি চিন্ময় লোক থেকে তাঁর পিতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সহায়তা করার জন্য অবতরণ করেছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত করেছিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৯৮ সালে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর সংস্পর্শে আসেন। এই উজ্জ্বল

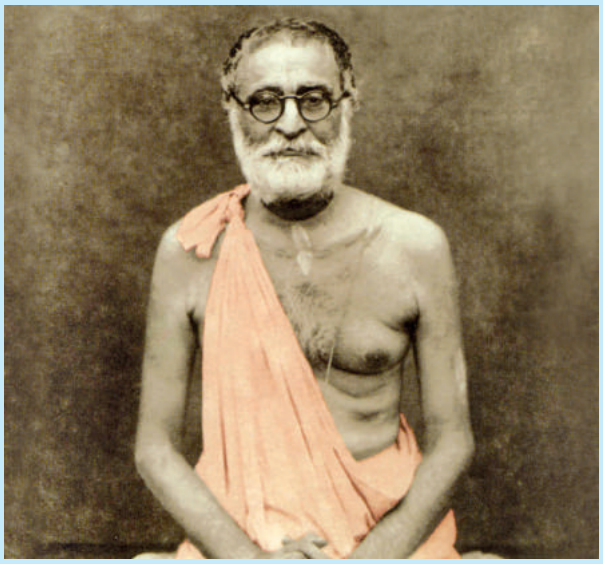

ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। ১৯০০ সালে অনেক বাধা পেরিয়ে বহু প্রচেষ্টার পর তিনি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৌরকিশোর দাস বাবাজী কোন শিষ্য গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য বাবাজীকে রাজী করেন। ১৯০৫ সালে তিনি শতকোটি নাম জপের বিশাল সংকল্প গ্রহণ করেন — শতকোটি নাম যজ্ঞ। এটি একটি যজ্ঞ ছিল। এই যে যজ্ঞ তিনি করতে উদ্যত হয়েছিলেন তার অর্থ ছিল, তাঁকে প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম, ৬৪X৩=১৯২ মালা দশ বছর ধরে জপ করতে হতো। সেই সময় মায়াপুরে কিছুই ছিল না। তিনি তাঁর জপযজ্ঞ এই মায়াপুরে করার সংকল্প নিয়েছিলেন, যেখানে কিছুই ছিল না। তিনি গঙ্গার তীরে একটি কুটিরে বাস করতেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ছাদ দিয়ে কখনও চুইয়ে বা কখনও জোরে পড়ত। তিনি হাতে একটি ছাতা নিয়ে বসে দিব্য নাম জপ করতেন।

আপনারা বুঝতে পারছেন, এ এক স্বতন্ত্র মেধাবী ব্যক্তিত্ব। ১৯১৮ সাল থেকে তিনি প্রচার কার্য শুরু করেন। তিনি মায়াপুর, নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতা যেতে মনস্থ করেন এবং প্রচার কার্য শুরু করেন। কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এই পৃথিবীকে কৃষ্ণভাবনামৃতে প্লাবিত করতে। তিনি গেলেন, আমি শুনেছি যখন তিনি তাঁর কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৌরকিশোর দাস বাবাজীর কাছে ব্যক্ত করেন, গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'না, কলকাতায় যেও না; ওটি কলির স্থান।' ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আপনার শ্রীচরণপদ্ম শিরে ধারণ করে আমি কলির সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে কলিকে ধ্বংস করে কলির প্রভাব বিনষ্ট করব।' এইরূপে তিনি প্রচার কার্যে উদ্যত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উভয়েই এই জগত থেকে অপ্রকট হন। ১৯১৪ সালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ১৯১৫ সালে গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এই জগত থেকে অপ্রকট হন। ১৯১৮ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেন। তিনি কলকাতায় যান। আপনারা জানেন প্রথম মঠ বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১, উল্টোডাঙ্গা মেইন রোডে। সেখানেই ১৯২২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে দর্শন করেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর প্রথম নির্দেশ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে শক্তিপ্রদান করেন, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ইংরেজী ভাষায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রচার কর।'

প্রভুপাদ সেই সময় মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সের গৃহী যুবক এবং এক পুত্রের পিতা। এখানে আমরা অপর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখতে পাই। প্রভুপাদ, মাত্র একটি দর্শনে, একটি নির্দেশে যাঁর সম্পূর্ণ জীবন পরিবর্তিত হলো। তিনি কাজ ছাড়লেন, অন্যান্য দায়িত্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে প্রভুপাদ ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন, প্রভুপাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারে নিয়োজিত ছিল।

১৯১৮ সালে এইরূপে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রবলভাবে প্রচারকার্য করেছিলেন। প্রচারকার্যের এই পর্বে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে চৌষট্টিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অসংখ্য উজ্জ্বল মেধাবী ব্যক্তিত্বদের প্রভাবিত করেন। যে সকল উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আকৃষ্ট করেন এবং যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার

জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক অনন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মূল নক্সা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। প্রচার কার্যে ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ কলিযুগের মধ্যে অধর্মের প্রভাব মুক্ত করে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্থাপন। মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে সকল সমর্পন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সংকীর্তন আন্দোলনকে এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক প্রদান করেন। সাধারণভাবে সংকীর্তন শব্দের অর্থ সঙ্গবদ্ধভাবে ভগবানের নামজপ কীর্তন করা, কিন্তু তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন ছিল গ্রন্থ মুদ্রণ করে বিতরণ করা। এই সংকীর্তন আন্দোলনে মৃদঙ্গ হলো মুদ্রণস্থল, শুধু মৃদঙ্গ নয়, বৃহৎ মৃদঙ্গ। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে এ এক অনন্য আঙ্গিক যুক্ত হল।

এছাড়াও ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অপর একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেন। প্রথমে তিনি উল্টোডাঙ্গা মেইন রোডে একটি দোতলা বাড়িতে ছিলেন। কিছু ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন এবং এইরকম এক ব্যক্তি বাগবাজারে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। মঠ উল্টোডাঙ্গা মেইন রোড থেকে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে স্থানান্তরিত হয়। যখন ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীবিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহযোগে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একটি কীর্তন করছিলেন। কীর্তনটি হলো —

পূজল রাগপথ গৌরব ভঙ্গে।
মাতল সাধুজন বিষয়-রঙ্গে।।

গৌরব অর্থ ভয় এবং শ্রদ্ধা, গৌরব ভঙ্গে অর্থাৎ ভয় এবং শ্রদ্ধার পদ্ধতি ছেড়ে রাগ-মার্গ গ্রহণ করা। রাগ-মার্গ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হলো। এর ফলস্বরূপ সাধুগণ ও সাধুতুল্য ব্যক্তিগণ বিষয় রঙ্গে অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে পার্থিব কার্যাবলীতে নিযুক্ত হলেন। সুতরাং এই হলো শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সংকীর্তন আন্দোলনের উৎসাহ। সাধুরা আপাতদৃষ্টিতে পার্থিব কার্যাবলীতে যোগ দিলেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কোন্ মূলভাবটি এই সময় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? পূজল রাগ পথ। এই হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূল ভাব। কোন কোন সময় আমরা দেখি লোকে রাগানুগা ভক্তি গ্রহণ করে এবং দাবী করে যে, শ্রীল প্রভুপাদ রাগানুগা ভক্তি দেননি। সেই জন্য রাগানুগা ভক্তি চর্চা করার জন্য ইসকন-ভক্তদের ইসকন ছেড়ে তাদের কাছে যেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসুন, দেখি রাগানুগা ভক্তি বলতে কি বোঝায়। রাগানুগা ভক্তির সংজ্ঞা হলো বৃন্দাবনের রাগাত্মিকা ভক্তদের অনুসরণ করা — যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন ব্রজবাসী। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণই রাগাত্মিকা ভক্ত। রাগানুগা, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, অনু অর্থাৎ অনুসরণ করা। যখন কেউ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভক্তিযোগ অভ্যাস করে তখন তাকে রাগানুগা বলে। সহজ কথায় ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদদের অনুসরণ করাই রাগানুগা ভক্তি।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম পার্ষদ কে ছিলেন? শ্রীমতি রাধারাণী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে ছিলেন? চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন শ্রীমতি রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং চৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যাবলীই রাধারাণীর কার্যাবলী। যারা শ্রীমতি রাধারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা কেমন ভক্ত? রাগানুগা ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা কি?

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'- উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।

যাকেই দেখবে তার কাছেই কৃষ্ণভাবনামৃত, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচার কর। সুতরাং প্রচারই হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব এবং শিক্ষা। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণই রাগানুগা ভক্তি। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই বলছেন যে, এখন সাধুরা আপাতদৃষ্টিতে পার্থিব কাজে নিয়োজিত হলো। এই পার্থিব কার্যাবলীগুলি কি? এই কাজ হলো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে কাজ। আমরা দেখি এই ভাবকে শ্রীল প্রভুপাদই সর্বোত্তমভাবে বহন করেছেন। প্রভুপাদের ভাব হলো কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য আমি কিছু করতে বা সর্বপ্রকার কাজে নিয়োজিত হতে প্রস্তুত। প্রভুপাদ ইসকনে সবকিছু ব্যবহার করে দেখিয়েছেন — মাইক্রোফোন, টেলিফোন, টেপ-রেকর্ডার, কম্পিউটার, এ্যারোপ্লেন এবং এমনকি প্রভুপাদ বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে প্রয়োজন হলে আমরা অ্যাটম বোমাও ব্যবহার করব। (হাসি) অবশ্যই অ্যাটম বোমা ব্যবহার করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের মতো ব্যক্তিত্ব হতে হবে। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বই এই কাজ করতে পারে।

এইভাবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের মূল ভাবটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদই এই ভাবটিকে সর্বোত্তমভাবে বহন করে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি বিগত তিন দশক ধরে সমগ্র বিশ্বভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করেছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করেছেন।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। পরিবারে মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততির আচার-ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত? *— নীরদ কান্তি দাস, জলপাইগুড়ি।*

উত্তর ঃ প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া উচিত। একজন মা তাঁর সন্তানকে সুন্দর করবার জন্যে কায়-মনো-বাক্যে পবিত্র থেকে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। গর্ভাবস্থায় সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার, বিশেষত কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, কৃষ্ণনাম জপ, তুলসী সেবায় যুক্ত হন, গীতা-ভাগবত কথা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন। সন্তানের জন্ম হলে মা সন্তানকে লালন পালন করেন। স্তন্যদান করেন। নিজ হাতে সন্তানকে সময়মতো খাওয়ানো, শোয়ানো, সন্তানের মলমূত্র পরিষ্কার করা, স্নান করানো, কাপড় পরানো, গান শোনানো, ভাষা শেখানো, প্রতিক্ষণে সন্তানের শরীরের ও মনের যত্ন নেওয়া প্রভৃতি কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। দুগ্ধপোষ্য সন্তান প্রথমে তার মাকে চিনতে শেখে, 'মা' বলতে শেখে। মায়ের স্নেহে বড় হয়। সন্তান কখন কি খাবে, কখন স্নান করবে, কখন স্কুলে যাবে, কখন ফিরে আসবে, কিভাবে চলবে সব কিছুই মা তত্ত্বাবধান করে থাকেন। সন্তানের আধিব্যাধির প্রাথমিক চিকিৎসা মা নিজ হাতেই করে থাকেন। সন্তানকে সমাজ-সংসারে বেঁচে থাকার পদ্ধতি মা-ই শিক্ষা দেন। সন্তানের প্রথম শিক্ষাগুরু তার মা। সন্তান যদি বেয়াড়া বা উদ্ধত প্রকৃতির হয়, তবে মা তাকে শাসন করেন। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স হয়ে গেলে সন্তানের সাথে মা এমনভাবে আচরণ করেন যে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সন্তান উৎসাহ, প্রেরণা অনুভব করে।

একজন পিতা তাঁর সন্তানকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেবেন। অন্যথায় পিতা হওয়ার উপযুক্ত নন। পিতা ন স স্যাৎ ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্। পিতা অবশ্যই মাতা ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ পালনপোষণ করেন। পিতাই মা ও সন্তানের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যবস্থা করেন। ফলে পিতাকে দেখেই মাতা ও সন্তান আশ্বস্ত হয়। পিতা উপযুক্ত সময়ে তাঁর কন্যাকে সদ্‌পাত্রস্থ করেন। পিতাই পুত্র-কন্যার প্রয়োজনীয় জিনিষ ও শিক্ষাব্যবস্থার খরচ বহন করেন।

একজন পুত্র মা-বাবার সাথে শ্রদ্ধাভাবসম্পন্ন থাকে। সে যখন কোনও কিছু কাজ করে তখন তার মা-বাবার অনুমোদন আছে কিনা জেনে নেয়। সে মা-বাবার নির্দেশগুলি অনুসরণ করতে যত্ন নেয়। মা-বাবার ভক্তিভাব সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রভুপাদ শৈশবকালে দেখতেন তাঁর মা-বাবা কিভাবে রাধাগোবিন্দের কাছে সবার কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। সন্তান-সন্ততিরা চিন্তা করে যে, এমন কিছু করা যাবে না যেখানে মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। বরং মা-বাবা আমাদের কথা চিন্তা করে সুখী থাকবে। পড়াশুনা সময়মতো সম্পাদন করা, মা-বাবা, ভাই-বোনকে নজর রাখা বা সহযোগিতা করা, হাট-বাজার করা, বাগান পরিচর্যা করা, নিজেদের জিনিষপত্র কাপড়-চোপড় নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি তার বিশেষ গুণ।

কিন্তু বিকৃত কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিবার তথা সমাজকে জঘন্য করে তুলেছে এমন কিছু আচরণ দেখা যায়। বিকৃত গুণসম্পন্ন মা সন্তান গ্রহণ উদ্দেশ্যে হরিনাম জপ, কৃষ্ণপূজা, চরণামৃত গ্রহণ, তুলসীসেবা, গীতা-ভাগবত কথা শ্রবণ প্রভৃতির কোনও বালাই নেই। কেবল হানিমুন করা, হোটেলে ভালোমন্দ খেয়ে বেড়ানো, আজেবাজে ছায়াছবি দেখা, এইসব করেই দিন-রাত অতিবাহিত হয়। যদি সন্তান জন্মায় তবে তার যত্ন ঝি-চাকরের হাতেই নিয়োগ করে। এমনকি কোনও কোনও মা তার সন্তানকে স্তন্যদান করেন না। কেননা মায়ের যৌবন ও রূপসৌন্দর্য না কি খরচ হয়ে যাবে। মা অপেক্ষা ঝি-চাকরকেই সন্তান বেশি চেনে। সেই সব সন্তানের ভাব বা আচরণ বিকৃত হবার সম্ভাবনাই বেশী। আধুনিক পিতার বিদঘুটে আচরণ দেখা যায়। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধ নেই। কর্মক্ষেত্রে যা রোজগার করে তার প্রায় সবটাই মদ-মাংস খাওয়ার জন্য খরচ করে। জুয়া খেলে, পরস্ত্রীতে আসক্ত থাকে। ফলে পরিবারের স্ত্রী-পুত্রের কাছে সে একটি ঘৃণ্য জীবরূপে গণ্য হয়।

বিকৃতগুণী পুত্রের আচরণ মা-বাবার উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পড়াশুনা ঠিকমতো না করে মোবাইল ও টিভিতে সময় কাটায়। নেশাখোর ছেলেদের সঙ্গে মিশবে। মা-বাবার কাছে নানারকম জিনিসের চাহিদা করতে থাকবে। মা-বাবাকে সে সহযোগিতা করবে না, কেবল মা-বাবাকে গোলামী করতে চাইবে। সে যদি বিয়ে করে তবে মা-বাবাকে সেবা করার পরিবর্তে পৃথক হয়ে বসবাস করতে চেষ্টা করবে।

পরিবারে কল্যাণকামী ব্যক্তি প্রীতি ও সহযোগিতামূলক আচরণসহ ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

বড়ডাঙ্গী, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহাকুমায় কোগ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর আবির্ভূত হন। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শুক্লা প্রতিপদে তাঁর আবির্ভাব। পিতার নাম কমলাকর দাস এবং মাতার নাম সদানন্দী। তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ শুদ্ধ চরিত্র। সংসারে কাজ কর্মের মধ্যে থেকে তাঁরা প্রতিদিন কৃষ্ণনাম জপ করতেন। কাটোয়া স্টেশন থেকে বাসে করে ২৮ কিলোমিটার দূরে নতুন হাট স্থানে নেমে ভ্যান রিক্সায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিম দিকে এই কোগ্রামে আসা যায়। গুসকরা স্টেশন থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কোগ্রাম। সতীদেবীর একান্ন পীঠের মধ্যে কোগ্রাম একটি পীঠ। এখানে দেবীর ডান কনুই পতিত হয়। এখানে দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাম্বর শিব বিদ্যমান। মন্দিরটি অজয় নদের ধারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্তমান।

লোচন দাস ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র আদরের দুলাল। মাতামহ-মাতামহীর স্নেহে বিশেষভাবে লালিত। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয়াদাসী নানা তীর্থ ভ্রমণ করতেন। লোচন দাস ঠাকুরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল একই গ্রামের মধ্যে বাস করতেন। দুই কুলের মধ্যে একমাত্র আদরের দুলাল লোচন দাসের পড়াশুনার দিকে মন বসতো না। কিন্তু মাতামহ ছড়ি ধরে তাকে লেখা পড়াতে মন দিতে বাধ্য করতেন।

অল্প বয়সে লোচন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বালক বয়সে তাঁর

বিবাহ হয়েছিল কিন্তু তিনি বিষয় বৈরাগী ছিলেন। যৌবনকালের অধিকাংশ সময় তিনি শ্রীখন্ডে শ্রীগুরুদেবের কাছেই অবস্থান করতেন। সেখানে তিনি তাঁর কীর্তন শিক্ষা করতেন। শ্রীগুরুদেব হলেন শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গ পারিষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর। গুরুদেবের নির্দেশে ১৭ বছর বয়সে তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

আগেকার দিনে বঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। পাঁচালী হচ্ছে পাঁচ প্রকার গীতি ছন্দে রচিত গ্রন্থ। সেই পাঁচালী অনুকরণে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রধান উপাদান গ্রন্থ হলো শ্রীমুরারি গুপ্তের রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্য। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে শ্রীল লোচন দাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন —

বৃন্দাবন দাস বন্দিব একাচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে।।
(চৈ.ম. সূত্রখন্ড)

শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের নাম পূর্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পরে 'চৈতন্যভাগবত' নামকরণ করেন।

চৈতন্য ভাগবতে অনেক চৈতন্যলীলা যেগুলি স্পষ্ট করে বর্ণিত নেই, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর সেই সব লীলা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে কথোপকথন প্রভৃতি।

শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গী নামক স্থানে বটবৃক্ষতলে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা স্থানে একটি ছোট বেদী দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছাড়াও প্রার্থনা, দুর্লভ সার, প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই রচনা।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন। বলা হয়, ব্রজের শ্রীরাধারাণীর লোচনা নামে এক সখী গৌরলীলায় লোচন দাস ঠাকুর। (নরহরি শাখা নির্ণয়)

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কোন্ সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন —

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে শেষ দুটি সংখ্যায় তার উল্লেখ থাকবে।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ২০০ (দুইশত) টাকা। আপনি ইসকনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে অথবা মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোস্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ - E.M.O. এ ঠিকানা সম্পূর্ণ লেখা না থাকায় দয়া করে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, পোস্টাল পিন কোড সহ ফোন করে আমাদের জানান।

গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য	ঃ	২০০ টাকা
২ বছরের জন্য	ঃ	৪০০ টাকা
৩ বছরের জন্য	ঃ	৫৭০ টাকা

ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে)	ঃ	৩৮০ টাকা
১ বছরের জন্য (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে)	ঃ	৬০০ টাকা

রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির পাঠক ভিক্ষা

১ বছরের জন্য ঃ ৪৩০ টাকা (প্রতি মাসে)

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের পাঠক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

প্রকৃত গুরু নির্ধারণের পন্থা

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

২য় পর্ব

ভারতবর্ষে এটি প্রায়ই দেখা যায় যে, কখনো কখনো কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে প্রচার করেন যে, তারাই একমাত্র ব্যক্তি যাদের বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আছে। তারা দাবী করেন যে, মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য তারা পরমেশ্বর ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাই তারা দাবী করেন যে, তাদেরকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃত গুণ এবং চরিত্র বিচার না করেই তাদের কাছে নিজেদের জীবন সমর্পণ করে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট করে।

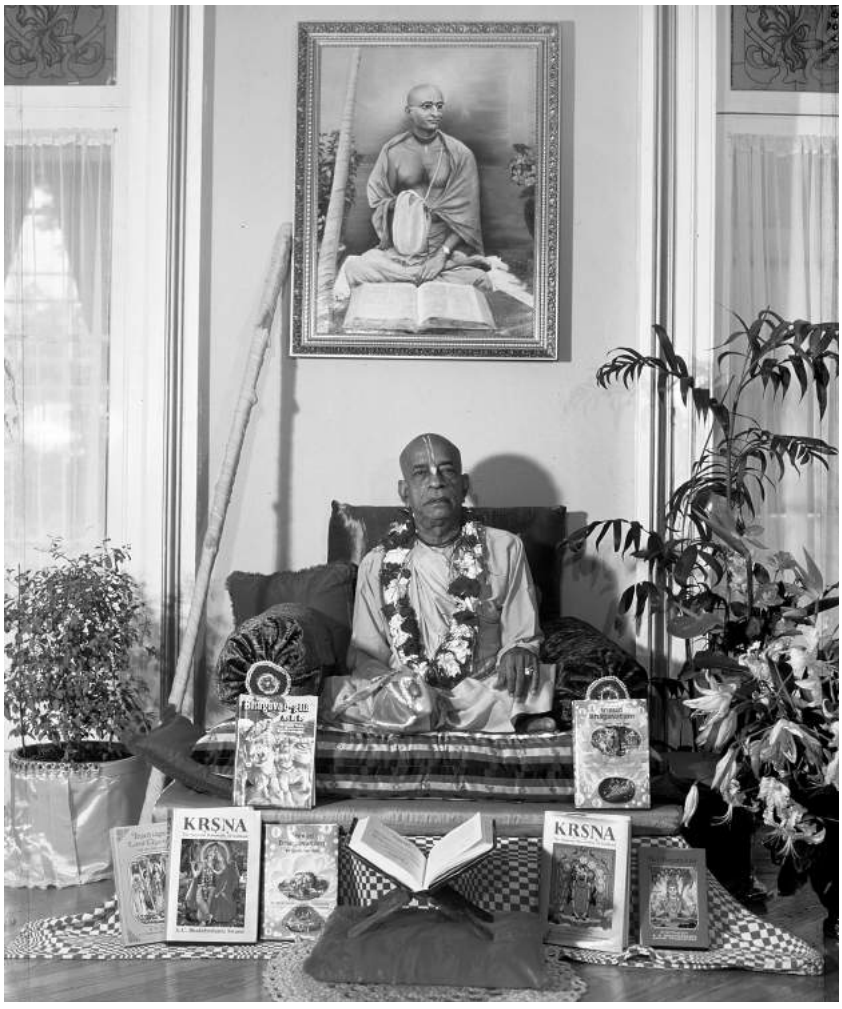

যে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে

আমরা যদি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা কখনোই প্রকৃত গুরুর সন্ধানে এইভাবে প্রতারিত হব না। কেউই একটি বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র হন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, মানব সমাজের এই চারটি বিভাজন জীবাত্মার তিনটি গুণ এবং কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী করা হয়েছে। (গীতা ৪/১৩) কৃষ্ণ কখনোই বলেন না যে, একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মাত্রই একজন ব্রাহ্মণ হন অথবা একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেই একজন ক্ষত্রিয় হন। চিকিৎসক পিতা-মাতার সন্তান শুধুমাত্র সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেই একজন চিকিৎসক হন না। একজন চিকিৎসক হতে গেলে প্রথমেই একটি স্বীকৃত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে জ্ঞানী গুণী চিকিৎসা শাস্ত্রের পন্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তাকে চিকিৎসক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে স্বীকৃত গুরুর অধ্যক্ষতায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয় এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সেই বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা প্রয়োগ করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে তবেই একজনকে ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ কোন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেননি, কিন্তু তারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন এবং সমগ্র জগতকে উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর হিন্দুও ছিলেন না, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপে তিনি

এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে 'নামাচার্য' উপাধি প্রদান করেছিলেন।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বৈষ্ণবদের উপবীত প্রদান করেন

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন তার শিষ্যদের নিয়ে ব্রজমন্ডল পরিক্রমায় গিয়েছিলেন তখন তিনি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কারণ বৃন্দাবনের বহু মন্দিরের পুরোহিতগণ একমত ছিলেন যে, অব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের উপবীত প্রদান করা উচিত নয়। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিভিন্ন শাস্ত্রীয় উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে, জন্মসূত্রে নয়, গুণের দ্বারা একজনকে ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য করা উচিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন যেখানে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন, শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেও কোন ব্যক্তি যদি একজন ব্রাহ্মণের ন্যায় কার্য করেন তাহলে তিনিও একজন ব্রাহ্মণ রূপে স্বীকৃত হবেন এবং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও কোন ব্যক্তি যদি শূদ্রের ন্যায় কার্য করে তাহলে তাকে শূদ্র রূপে গণ্য করা উচিত। উপরোক্ত কারণে যদি কোন ব্যক্তি ভিন্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করেও একজন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের গুণ প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে তাকে তার গুণ অনুযায়ী বর্ণের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। (ভা. ৭/১১/৩৫)। যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে জীবন ধারণ করেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের দিব্য নাম জপ করেন এবং আন্তরিকভাবে চারটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম অর্থাৎ — আমিষ আহার বর্জন, তাস, পাশা, জুয়া আদি বর্জন, নেশাদ্রব্য বর্জন এবং অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন ইত্যাদি পালন করেন তাহলে তাকে সাধু ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং তিনি গুরু হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় / যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বিপ্র (বৈদিক জ্ঞানে জ্ঞানী) অথবা নিম্ন বংশজাত বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন, যদি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ হন তবে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু হওয়ার উপযুক্ত। (চৈ.চ. মধ্য ৮/১২৮) বৈদিক শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে —

ষট্‌কর্ম নিপুণো বিপ্রো
মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্
বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।।

'একজন পন্ডিত ব্রাহ্মণ, যিনি বৈদিক জ্ঞানে জ্ঞানী, তিনি যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হবেন ততক্ষণ একজন আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারেন না। কিন্তু নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানী হন তিনি আধ্যাত্মিক গুরু হওয়ার উপযুক্ত।' (পদ্মপুরাণ)

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, 'যদি একজন ব্যক্তি শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও একজন আধ্যাত্মিক গুরুর সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হন, তাকে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই নয় বরং একজন স্বীকৃত আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

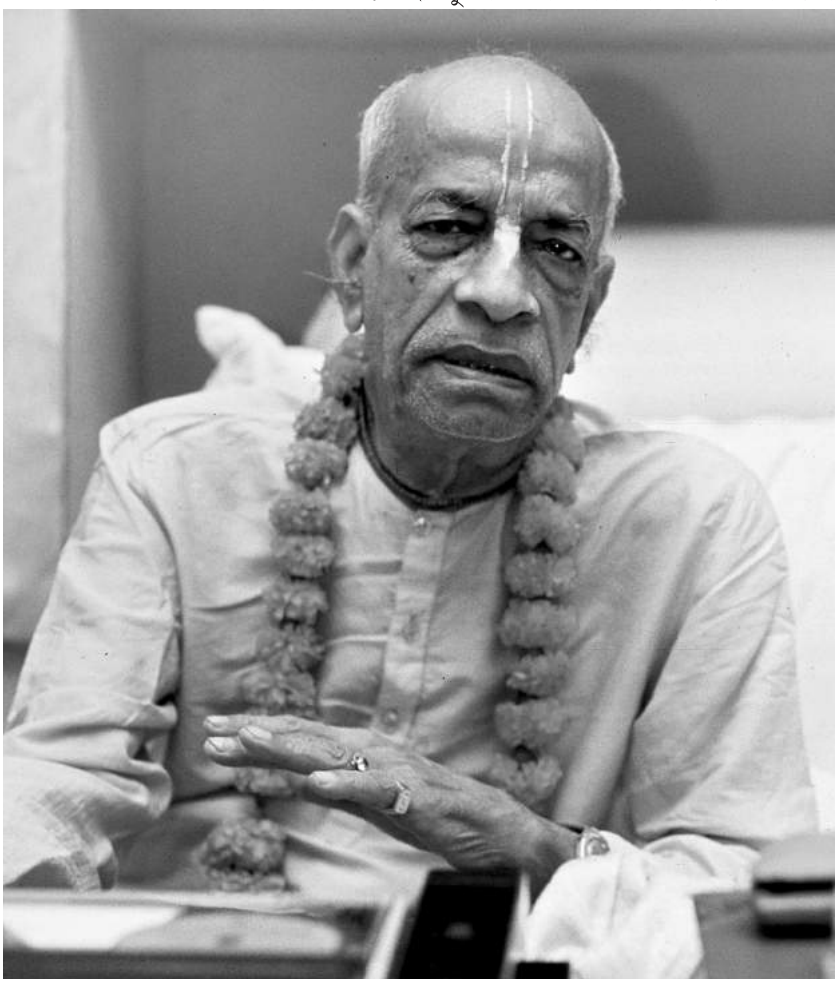

ঠাকুর এই কারণেই সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই সমস্ত বৈষ্ণবের পবিত্র উপবীত ধারণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন।' (চৈ.চ. মধ্য ৮/১২৮ তাৎপর্য)

সর্বদা গুরুদেবের সেবাদাস রূপে থাকা উচিত

একজন স্বীকৃত গুরু সমগ্র জীবন ব্যাপী তার আধ্যাত্মিক গুরুর বিনীত সেবাদাস রূপে থাকেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি পরম্পরা ধারায় জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি কখনো নিজেকে তাঁর গুরু অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বলে মনে করেন না। তিনি কখনো তার শিষ্যদের স্বরচিত জ্ঞান প্রদান করেন না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন একজন বিখ্যাত পন্ডিত এবং তার গুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী ছিলেন জড় জাগতিক দিক থেকে অশিক্ষিত। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সর্বদা নিজেকে তাঁর গুরুর সেবাদাস রূপে গণ্য করেছেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা নিজেকে তাঁর গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সেবাদাস রূপে মনে করেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের ইসকনের সকল স্বীকৃত গুরুই নিজেদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের বিনীত সেবাদাস রূপে গণ্য করেন এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁরা যে কৃষ্ণভাবনাকৃত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁরা তা প্রচার করেন।

সাধুগুণ সম্পন্ন হবেন

একজন প্রকৃত গুরু সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বাণী প্রচারের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকবেন। শাস্ত্রে বর্ণিত সকল দিব্য গুণাবলী দ্বারা তিনি ভূষিত হবেন, 'সাধুর লক্ষণ হলো তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল এবং সকল জীবাত্মার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হবেন। তিনি অজাতশত্রু, শান্তিপূর্ণ, শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং তাঁর মধ্যে সকল দিব্য গুণাবলী প্রস্ফুটিত হবে।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২১)। হরিদাস ঠাকুরকে দুষ্কৃতিরা নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত করেছিল কিন্তু তিনি রাগান্বিত হননি বা তাদের অভিসম্পাতও করেননি। তিনি ভগবানের কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। যারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তাদের প্রতিও তিনি এত দয়ালু ছিলেন।

গুরু অবশ্যই ইন্দ্রিয় সংযমী হবেন

যদি একজন গুরুর ইন্দ্রিয় সংযম না থাকে তাহলে তিনি কিভাবে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে ইন্দ্রিয় সংযম আশা করবেন। উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে ছয়টি গুণ সম্বন্ধে বলা আছে যা একজন গুরুর মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত, 'একজন সদাচারী ব্যক্তি যিনি বাক্‌সংযমী, নিষ্কাম, অক্রোধী, রসনা উদর এবং জননেন্দ্রিয়ের সকল কামনা হতে মুক্ত, তিনি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী শিষ্য গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত।' যখন একজন বারবনিতা হরিদাস ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস করেছিল তখন সেই শ্রদ্ধেয় সাধু তার কামনার শিকার হওয়ার পরিবর্তে তাকেই ভগবানের একজন ভক্তে পরিণত করেছিলেন।

একজন প্রকৃত গুরু সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বাণী প্রচারের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকবেন।

যে মানব জন্ম আমরা পেয়েছি তা অত্যন্ত দুর্লভ কারণ এই সেই জীবন যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধামে আমরা ফিরে যেতে পারি। এটি একমাত্র তখনই সম্ভব যখন আমরা একজন স্বীকৃত গুরুর প্রশিক্ষণে আমাদের ভক্তিজীবন অভ্যাস করব। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু নির্বাচনে অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া উচিত।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা একজন প্রকৃত গুরুর গুণাবলী এবং আদর্শ শিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস কোলকাতা ইসকন ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই.বি.এম -এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

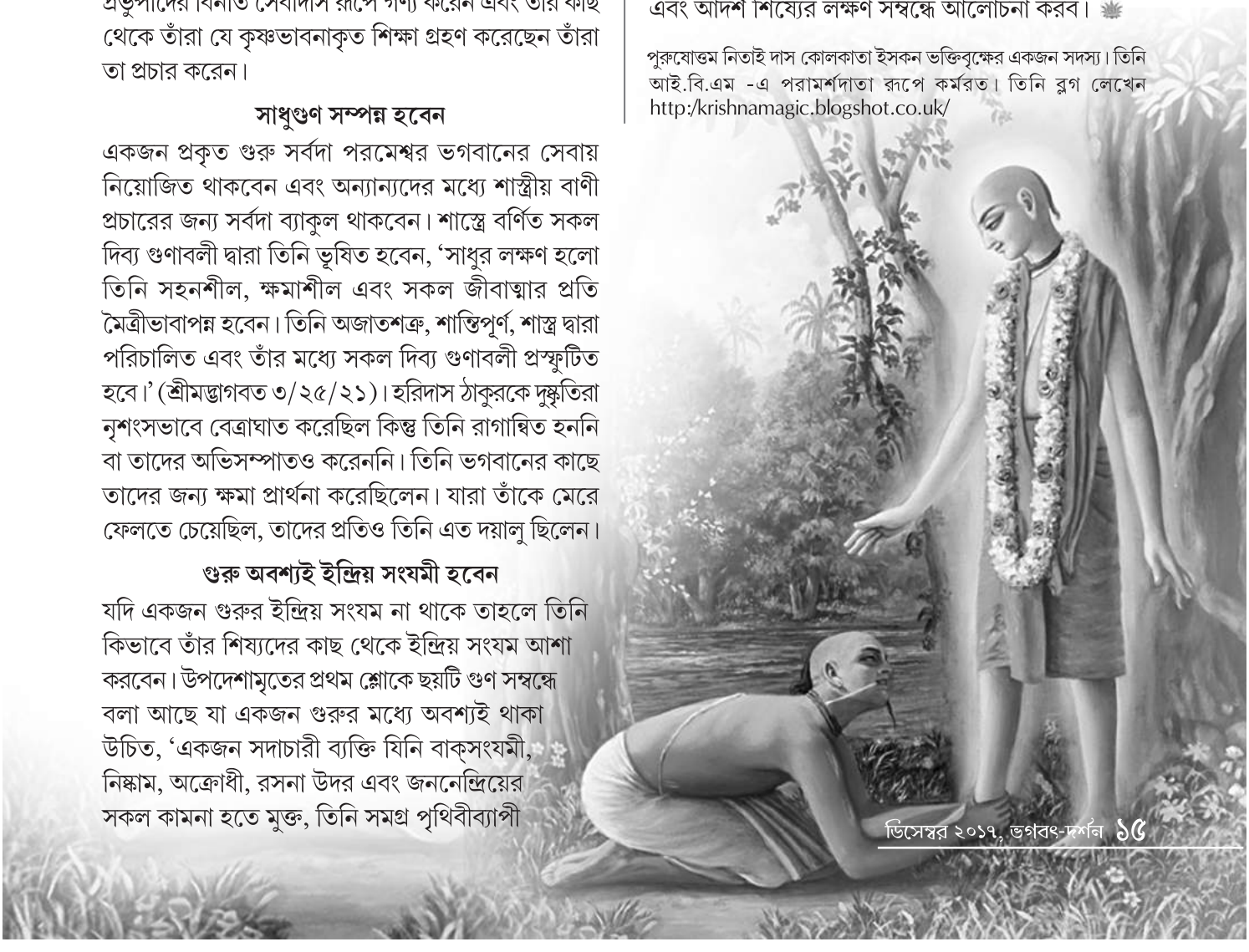

হরিণ এবং শিকারী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

একদা এক জঙ্গলে তিন বন্ধু বসবাস করত।

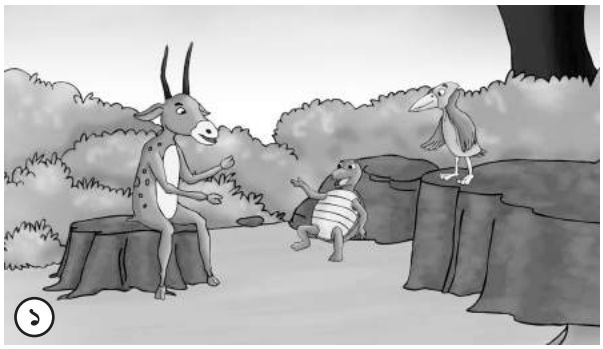

একদিন সেই জঙ্গল নিকটবর্তী গ্রাম থেকে এক শিকারী এসে একটি ফাঁদ পাতল।

শিকারীর কৌশল সত্য হলো। তার পরদিন একটি হরিণ ঐ পথ পার হচ্ছিল এবং সে দড়ির ফাঁদে আটকে গেল।

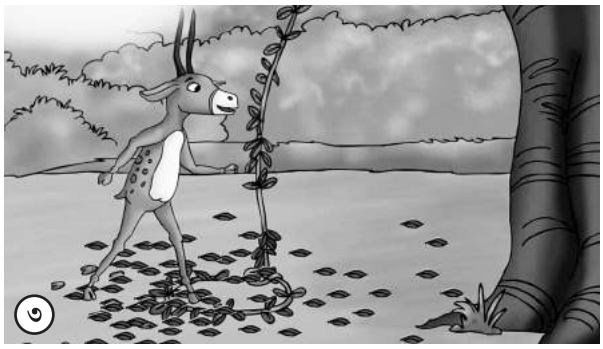

কচ্ছপ এবং কাঠঠোকরা হরিণের কান্না শুনতে পেল এবং তার কাছে ছুটে এল। তারপর তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী হরিণকে মুক্ত করতে লাগল।

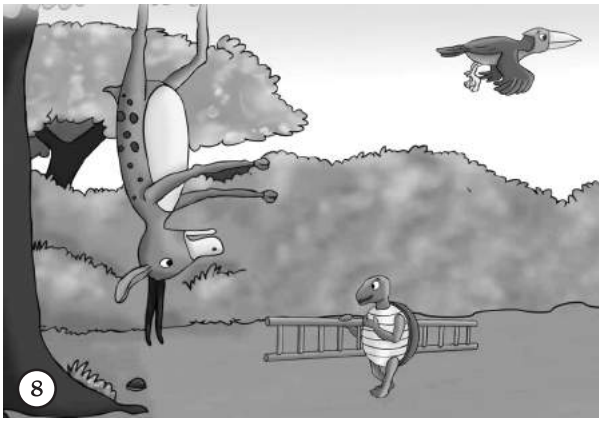

ইতিমধ্যে শিকারীও হরিণের কান্না শুনতে পেল এবং তাকে ধরার জন্য ধাবিত হলো। কিন্তু, কাঠঠোকরা তাকে আক্রমণ করলো।

এরপর শিকারী ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত মনে করে তার ঘরে ফিরে গেল।

তারপর সেই কাঠঠোকরা তার বন্ধুদের কাছে উড়ে এল।

অবশেষে কচ্ছপ তার কর্ম সম্পাদন করলো এবং হরিণ ফাঁদমুক্ত হলো। কিন্তু শিকারী কচ্ছপকে ধরে ফেলল।

সত্ত্বর হরিণ কচ্ছপকে বাঁচানোর জন্য একটি পরিকল্পনা করল। সে শিকারীর সামনে দিয়ে দৌড়াতে লাগল এবং শিকারী তাকে অনুসরণ করল। সে তার ব্যাগ ফেলে দিয়ে হরিণের পিছনে দৌড়াতে লাগল। যখন শিকারী হরিণের খোঁজে গুহার ভেতর প্রবেশ করল, তখন হরিণটি অন্য পথ দিয়ে গুহার বাইরে চলে গেল।

এইভাবে হরিণটি কচ্ছপটিকে শিকারীর হাত থেকে মুক্ত করল এবং শিকারী গুহাতে ঘুরপাক খেতে লাগল।

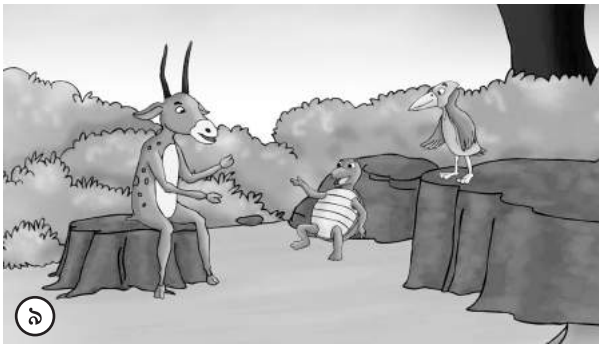

তাৎপর্য ঃ একতাই বল। তাই যদি ভক্তরা একত্রে ভক্তি করে তাহলে তারা নিজেদেরকে এই জড়জাগতিক সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে।

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?
পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
(033) 2289 6446
9073791237
btgbengali@gmail.com

ছানার নবরত্ন কোপ্তাকারী

উপকরণ ঃ

জল ঝরানো ছানা ৫০০ গ্রাম। টম্যাটো বড় সাইজের ২টি। ক্যাপসিকাম সবুজ ১টি, হলদে ১টি। গাজর ১টি। আলু মাঝারী সাইজের ২টি। সুইট কর্ণ ১০০ গ্রাম। ফুলকপি ছোট সাইজের ১টি। পটল ৫-৬টি। ডুমুর ১০-১২টি। কাশ্মিরী লংকাগুঁড়ো ১ চা-চামচ। কাজু ৫০ গ্রাম। কিসমিস ৫০ গ্রাম। তেল ১০০ গ্রাম। আমুলের দই ১০০ গ্রাম। ঘি ১০০ গ্রাম। শুকনো লংকা ৪টি। গোটা জিরে ১ চা-চামচ। আদা ২৫ গ্রাম। লবণ পরিমাণ মতো। হলুদ পরিমাণ মতো। চিনি সামান্য। জিরা গুঁড়ো ৪ চা-চামচ। ঝাল লংকা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। হিং ১ চিমটি। গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

আলু ডুমোডুমো করে আমান্য করুন। গাজর পাতলা পাতলা করে আমান্য করুন। ক্যাপসিকাম, টম্যাটো, ডুমুর, ফুলকপি আলাদা আলাদা করে আমান্য করুন। আদা বেটে নিন।

কড়াইতে তেল দিয়ে আলুগুলো ভেজে তুলে নিন। গরম কড়াইতে বাকী তেল ও ঘি সব দিয়ে শুকনো লংকা ও গোটা জিরা ফোড়ন দিন। টম্যাটো, হিং, হলুদ, লংকাগুঁড়ো পর পর দিয়ে ভালো করে কষে নিয়ে তাতে ক্যাপসিকাম, আদাবাটা, কাশ্মিরী লংকাগুঁড়ো, চিনি, আমুলের দই, লবণ দিয়ে আবার কষে নিন এবং সুইট কর্ণ, ডুমুর, ফুলকপি দিয়ে বেশ করে নাড়িয়ে ঢাকনা চাপা দিন। আঁচ হালকা করুন।

দশ মিনিট পরে ঢাকনা খুলে ভাজা আলু, ছানা দিয়ে দিন। দুই মিনিট নাড়তে থাকুন। তারপর কাজু, কিসমিস, গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে, নাড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নিন।

গরম গরম পরোটার সাথে এই ছানার নবরত্ন কোপ্তাকারী শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

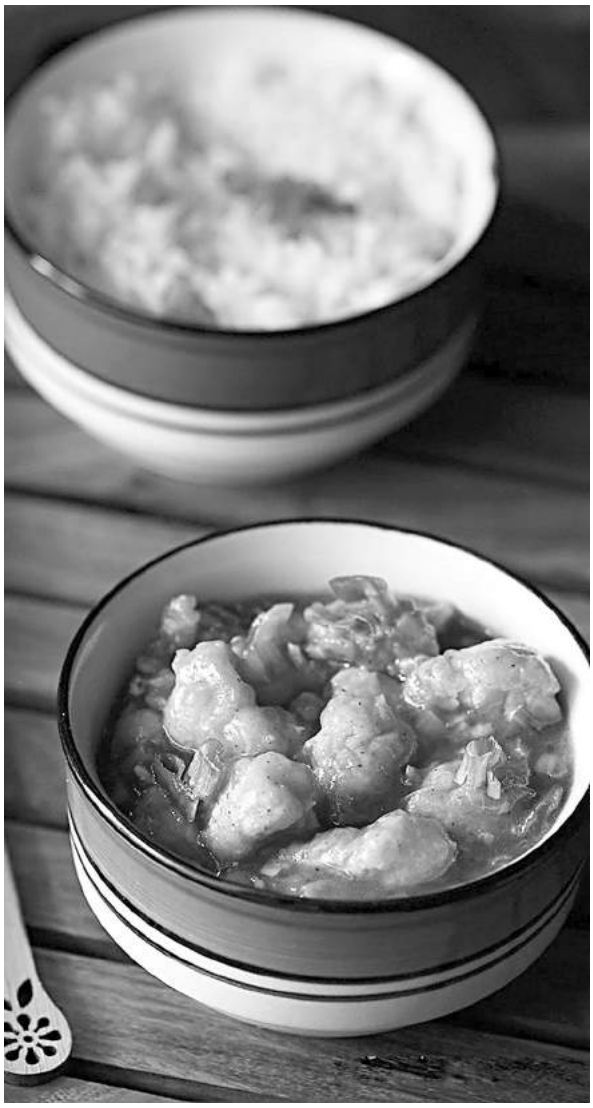

নববর্ষের প্রতিজ্ঞা

শ্যামানন্দ দাস

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুফল সম্বন্ধে প্রশংসা করে বলেছেন, 'যারা বিষয়ের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পথে চলেন তাদের লক্ষ্য এক। হে কুরুদের প্রিয় সন্তান, যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নন তাদের বুদ্ধিমত্তা বহু শাখায় বিভক্ত হয়।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু শাখায় বিভক্ত বুদ্ধিমত্তার ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে এও বলেছেন, 'স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বেদের আলঙ্কারিক শব্দের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হয়, যেখানে বিভিন্ন ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পুণ্য কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সুজন্ম, ক্ষমতা ইত্যাদি নানা কিছু লাভ হয়। সমৃদ্ধশালী জীবন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের কামনায়, তারা বলে এর থেকে অধিক কিছু নেই। যাদের মনে জড়জাগতিক সমৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সুখের কামনা অতি তীব্র এবং যারা এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক দৃঢ় সংকল্প সেখানে স্থান পায় না।'

আমরা সকলেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে চাই এবং সেই জন্য আমাদের ঐকান্তিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় কখনো সফল হতে পারব না। যাতে আমাদের প্রচেষ্টা বিফলে না যায় তার জন্য কি পদ্ধতি এবং কি অভ্যাস আমাদের অবলম্বন করতে হবে? আমাদের প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য কোন সূত্র আছে কি? একটি রয়েছে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী সাফল্যের জন্য একটি সূত্র দিয়েছেন; শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অনুকুল ছয়টি নীতি আছে — (১) উৎসাহী হতে হবে, (২) দৃঢ় বিশ্বাসসহ

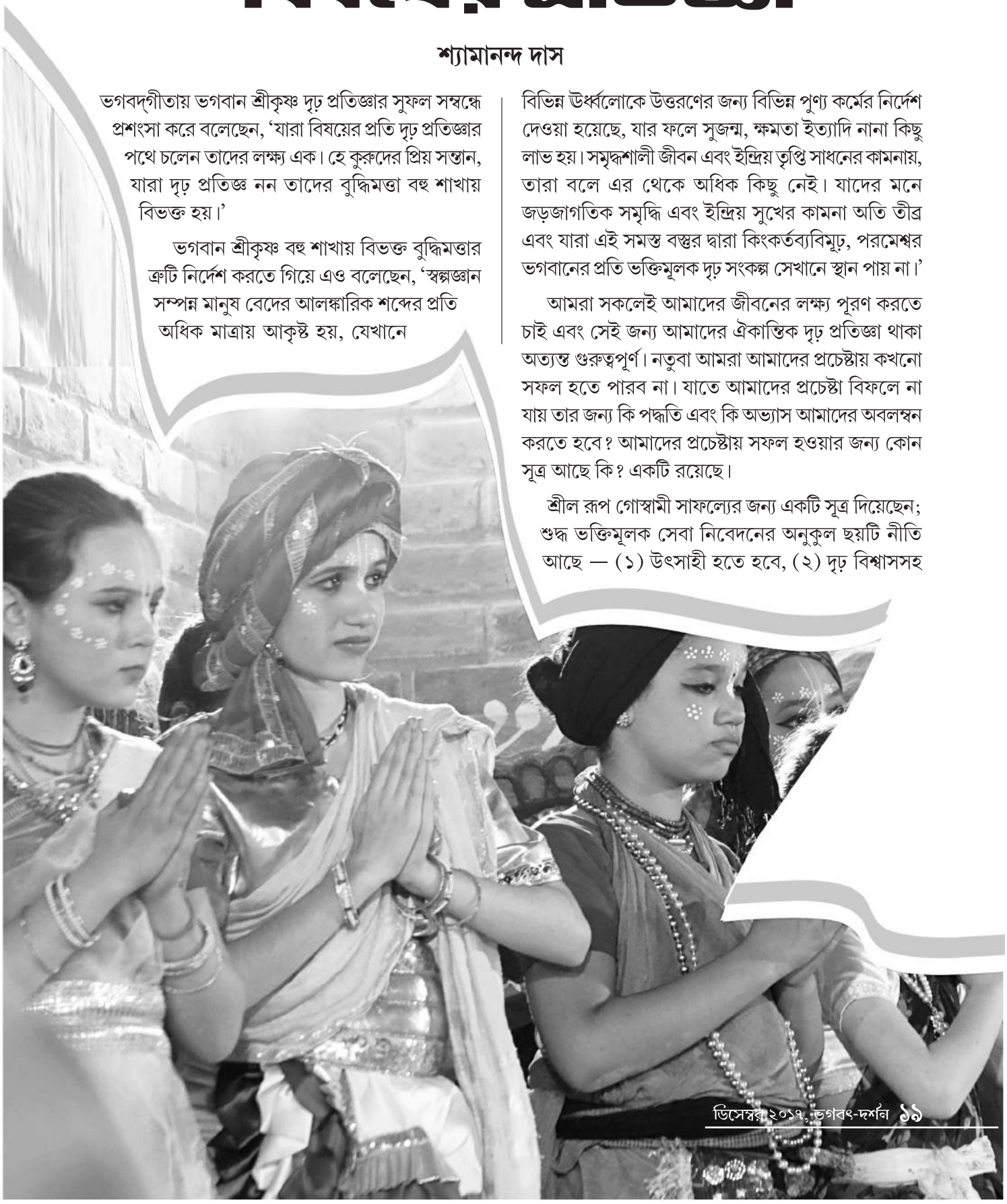

প্রচেষ্টা, (৩) সহনশীলতা, (৪) অবশ্য পালনীয় রীতি অনুযায়ী কর্ম করা যেমন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ, (৫) অভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করা এবং (৬) পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

এই ছয়টি নীতি সন্দেহাতীতভাবে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবায় পূর্ণ সাফল্য এনে দেয়। আমরা যদি আমাদের ভক্তি পথে একাত্ম হই তাহলে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদত্ত এই সূত্রকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। যদি আমরা আমাদের প্রয়াসে একাত্ম না হই তাহলে আমরা আমাদের জীবনে নিরন্তর সংগ্রাম করতে থাকব এবং অসহায় ও আশাহত বোধ করব।

নতুন বছর নতুনভাবে শুরু করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন বছরে হয় নতুন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে অথবা পুরানো প্রতিজ্ঞার উপরে নতুন উৎসাহ নিয়ে কর্ম করতে প্রয়াসী হয়। একটি সরল লোককথা কখনো কখনো পারমার্থিক সত্যের প্রতি নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ হিমালয়ের এই কাহিনীটি বর্ণনা করে যে, কিভাবে অন্তিম শয্যায় এক ব্যবসায়ী তার সন্তানের কাছে তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; (ক) কখনো রোদ্দুরে তোমার গৃহ হতে দোকানে যাবে না, (খ) তোমার দৈনন্দিন খাদ্যে অবশ্যই ভাত থাকবে এবং (গ) প্রতি সপ্তাহে একজন নতুন স্ত্রী বিবাহ করবে। পুত্রটি যখন তার পিতাকে কথা দিল যে, সে তার তিনটি ইচ্ছাই পূরণ করবে। তারপর তার পিতা দেহত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় ইচ্ছাটি সর্বাপেক্ষা সহজ ছিল যদিও তার খাদ্য তালিকা ছিল অনাড়ম্বর। তার পিতার প্রথম ইচ্ছা পূরণের জন্য সে তার গৃহ হতে দোকান পর্যন্ত ছাউনী বানিয়ে ফেলল। এই পরিকল্পনাটি ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ এইভাবে ব্যয় করার জন্য তাকে উপহাস করতে লাগল। কিন্তু সে তার লক্ষ্যে অবিচল ছিল। পিতাকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি সে পূরণ করতে চেয়েছিল। এই সবগুলির মধ্যে তৃতীয় প্রতিশ্রুতিটি ছিল অত্যন্ত খারাপ। সে অনেক মহিলাকেই প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু সব জায়গাতে উপহাসের পাত্রে পরিণত হলো। কোন মহিলাই তাকে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বিবাহে সম্মত হলো না। মনে হলো সে তার পিতার তৃতীয় ইচ্ছা পূরণে সমর্থ হবে না। একদিন একটি যুবতী মেয়ে তার প্রতি করুণায় তাকে বিবাহ করতে সম্মত হলো এবং সে কর্তব্য মনে করে যে কাজ করছিল তাকে সেই মেয়ে প্রশংসা করল। লোকে বিস্মিত হলো। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা তাকে এই রকম মূঢ় সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করার উপদেশ দিল। কিন্তু মেয়েটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং ছেলেটি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করল।

তাদের জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ হলো এবং উভয়েই অত্যন্ত সুখী হলো। কিন্তু দিনটি চলে যেতেই ছেলেটি অত্যন্ত দুঃখিত হলো এবং সপ্তম দিনে তার দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছাল। তার স্ত্রী একটুও বিচলিত হয়নি। অত্যন্ত শান্তভাবে তার স্ত্রী তার কাছে এই তিনটি ইচ্ছার পশ্চাতে প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করল; 'যখন তোমার পিতা তোমাকে বলেছিলেন তোমার গৃহ হতে রৌদ্রের মধ্যে তোমাকে দোকানে না যেতে, তিনি এই অর্থে বলেননি যে, তুমি তোমার গৃহ হতে দোকান পর্যন্ত ছাউনী বানাও। তিনি প্রকৃতপক্ষে বলতে চেয়েছিলেন যে, খুব ভোরে তোমার কার্য শুরু করে সূর্যাস্তের পরে ফিরে আসা উচিত। যখন তিনি তোমায় শুধু ভাত খেতে বলেছিলেন তিনি এই অর্থে বলেছিলেন যে, তোমার খাদ্য তালিকায় কখনো আড়ম্বর রেখো না। তৃতীয় ইচ্ছাতে তোমার পিতা কখনো বলেননি একটি মহিলাকে শুধুমাত্র একটি সপ্তাহের জন্য বিবাহ করতে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বলেছিলেন, সর্বদা তোমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করবে। যদি তুমি সর্বদা তাকে একই রকম ভালবাসা প্রদান কর যেমন তুমি বিবাহের সময় করেছিলে তবেই প্রতি সপ্তাহেই সে নববিবাহিতা পত্নীর মতো থাকবে।'

আমরাও যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকি প্রতিবারই আমাদের এই নতুন অনুভব হয়। পবিত্র বেদ তাঁকে 'নিত্য-নব-নবায়মান' অথবা 'যিনি সর্বদা নবীন এবং সতেজ' রূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের বিশ্বাস দিয়েছেন যে, আমাদের প্রতিদিনই নতুন বছর কারণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস নিত্য এবং সর্বদা সতেজ।

সকল শুদ্ধ ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যকে 'নিত্য নবীন' রূপে বর্ণনা করেছেন। এখানে এইরূপ বর্ণনাগুলির একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া হলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোত্তম যোগীরা অর্চনা করেন। তিনি নন্দনন্দন। তিনি ব্রজবাসীদের মনের ভয় নিবারণ করেন, তাঁর ভঙ্গী মনোমুগ্ধকর। যখন তিনি বংশীবাদনরত অবস্থায় বিচরণ করেন তখন তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখায়।

এই অপরূপ ভঙ্গিমায় তিনি সমগ্র জগতকে মোহিত করে রাখেন। তাঁর গাত্রবর্ণ নবজলধর মেঘের ন্যায়, তাঁর শির বৃহৎ শিখি পুচ্ছ দ্বারা ভূষিত। তাঁর ললাটের চন্দন তিলক অতিশয় আকর্ষণীয়। তিনি উজ্বল পীতবর্ণের বসন পরিধান করেন। কমনীয় সদাহাস্যময় বদনে দন্ডায়মান।

যদি আপনি আপনার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ স্থাপন করেন তাহলে আপনার জীবনের প্রতিমুহূর্তই আনন্দময় হয়ে উঠবে। সুতরাং প্রতিদিন মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার হৃদয়ে অবস্থান করতে আমন্ত্রণ করুন — 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'— এই হোক আপনার নতুন বৎসরের প্রতিজ্ঞা এবং বছরের প্রতিটি দিনকে নতুনভাবে অনুভব করুন।

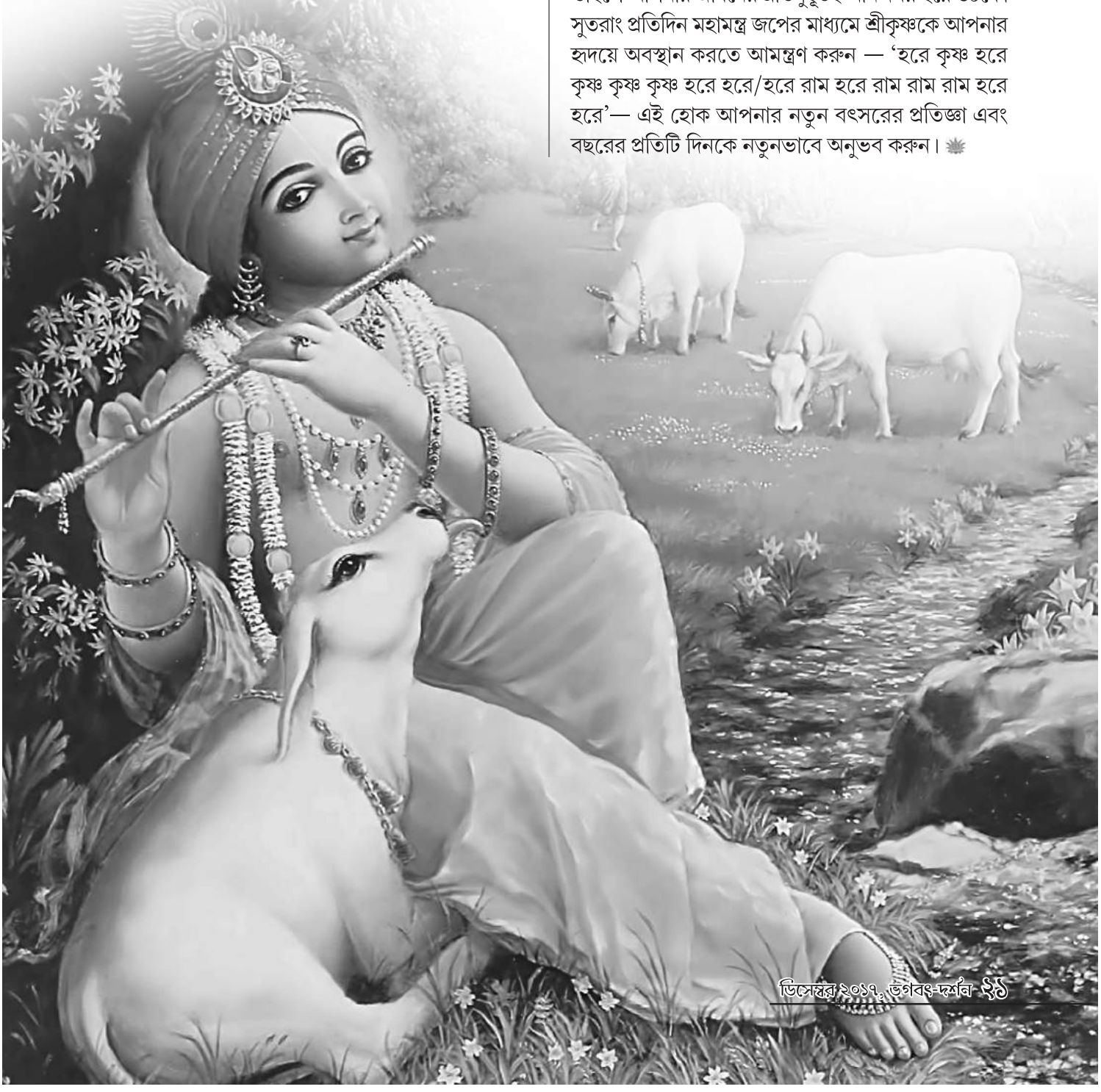

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

গো-মৎস্য প্রকল্প দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র খন্ড বিতরণের পুনর্জাগরণ ঘটেছে

নব উদ্ভাবিত গো-মৎস্য নামক প্রকল্পটি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ-খন্ড বিতরণে নতুনভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং ধারণাটিকে সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করেছে। বিবিটি ট্রাস্টি এবং সংকীর্তন পরিকল্পনাকারী বৈশেষিক দাস এই প্রকল্পটি তৈরী করেছেন, যার লক্ষ্য হলো বৈদিক সংস্কৃতির গণবিতরণের মাধ্যমে 'বৈদিক সংস্কৃতি শিক্ষা সংরক্ষণ'। ২০১৭ সালের জানুয়ারীতে ইসকন সিলিকন ভ্যালী, ক্যালিফোর্নিয়ায় এই প্রকল্পটির সূচনা হয়েছিল। এটি ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্যাবতারের নামে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি সেই দস্যুর কবল থেকে বেদকে রক্ষা করেছিলেন, যে বেদ চুরি করতে গিয়েছিল। ভক্তরা ব্যাখ্যা করেন কিভাবে এই চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী একটি উত্তম স্থানে পরিণত হতে পারে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রগুলি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন তারা বলেন কিভাবে মানুষ শাস্ত্রগুলিকে সংরক্ষণ করতে পারবে।

মেক্সিকো শহরের ভক্তরা প্রতিদিন ভূমিকম্প নিপীড়িত ২,৫০০ মানুষকে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন

বারংবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুই আমেরিকা বিপর্যস্ত। ৯ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম মেক্সিকোর ওয়াকসাকা রাজ্যে একটি ভূমিকম্প হয় যার মাত্রা ছিল ৮.১। এর পরেই আবার ১৯শে সেপ্টেম্বর মেক্সিকো শহরে একটি ভূমিকম্প হয় যার

মাত্রা ছিল ৭.১। ABC নিউজ সূত্রে জানা যায়, এই দুর্যোগগুলির ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩৩, যার মধ্যে শুধু মেক্সিকো শহরেই ১৯৪ জন মারা গেছে। ভক্তরা প্রতিদিন প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজনে গরম খাবার বিতরণ করছেন। এইভাবে অন্যান্যদের সাহায্য করার লক্ষ্যে ভক্তরা কাজ করে যাচ্ছে। এই ত্রাণ কার্যে তারা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করছে। কখনো কখনো তারা রাত ২টায় কাজ শেষ করে আবার পরের দিনের কাজ শুরু করছে।

ইউক্রেনে ভক্তিসঙ্গম উৎসবে আশ্চর্যজনকভাবে ৮,০০০ ভক্তের জমায়েত

কৃষ্ণসাগরের তীরে ওডেসার কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে অবিশ্বাস্যভাবে ৮,০০০ ভক্ত জমায়েত হয়েছিলেন ইউক্রেনের ভক্তিসঙ্গম উৎসবে। শুধু ইউক্রেন থেকেই এক বিরাট শতাংশ মানুষ জমা হয়েছিল, যেখানে ১০,০০০-এর বেশী ভক্ত রয়েছে। সমগ্র পৃথিবী থেকে অনেক মানুষ শুধু এসেছিলেন এই বিস্ময়জনক জমায়েতের অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য। এই উৎসবটি ইউক্রেন ইসকনের আঞ্চলিক সম্পাদক অচ্যুৎপ্রিয় দাস এবং শ্রীমৎ নিরঞ্জন স্বামী শুরু করেছিলেন ১৯৯৬ সালে, যাতে উপস্থিত জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০।

গিরিরাজ গোবর্ধন উৎসব পালন

ব্রজের গোপগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মায়াপুরের ভক্তগণ গিরিরাজের সম্মুখে বিভিন্ন সুখাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত করেন। বিভিন্ন মুখ্য রন্ধনশালাগুলি যেমন গদা রন্ধনশালা, সুলভ রন্ধনশালা এবং গীতা রন্ধনশালা এই ভোগের অধিকাংশ পদ প্রস্তুত করে। স্থানীয় ভক্তরাও অনেকে বিভিন্ন পদ তৈরী করেন। ব্রাহ্মণগণ রাধামাধবের রন্ধনশালায় রন্ধন করেছেন এবং অন্যান্য স্থানীয় ভক্তরা তাদের গৃহে ভোগ প্রস্তুত করে মন্দিরে নিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় যুবকেরা সকাল ১০টা থেকে এই অন্নকূট পর্বত প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। দিন বাড়তে আরও অনেক অনেক ভক্ত ভোগের সামগ্রী নিয়ে এসেছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত মধ্যাহ্ন অভিষেকের পর মহাভোগ নিবেদিত হয়েছে। এই ভোগ নিবেদনের পর্বতটি লম্বায় ১৮ ফুট, চওড়া ৮ ফুট এবং উচ্চতায় ৩.৫ ফুট হয়েছিল।

হার্ভে দুর্গতদের জন্য ইসকন কর্তৃক আন্তঃধর্ম প্রার্থনা দিবসের আয়োজন

হার্ভে ঘুর্ণিঝড়ের অপ্রত্যাশিত বন্যা এবং ধ্বংসের প্রাক্কালে টেক্সাসের রাজ্যপাল গ্রেগ অ্যাবট ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবারকে একটি প্রার্থনার দিন বলে ঘোষণা করেছিলেন। যেটি ঘটনাচক্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথির দিনেই পড়েছিল। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ধর্মজ্ঞ বৈষ্ণব সাধু ছিলেন,

যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সমগ্র জাতির মানুষ একত্র হয়ে ভগবানের দিব্য নাম আনন্দের সঙ্গে জপ-কীর্তন করবে।

হার্ভের আগে হিউস্টন ইসকনও একটি কীর্তন মেলার পরিকল্পনা করেছিল, যেটি একটি কর্ম সপ্তাহান্তের কীর্তন এবং প্রার্থনা মূলক কীর্তনে অংশগ্রহণ করার অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়াও, সবাইকে জড়ো করার উদ্দেশ্যে তারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উদ্যম অনুযায়ী একটি আন্তঃবিশ্বাস প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিল যা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ৮-৯-এ রচনা করেছিলেন।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ইসকন উজ্জয়িনী দর্শন

মধ্যপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৬ই অক্টোবর ইসকন উজ্জয়িনী দর্শন করেন। এক বৃহৎ ভক্তমন্ডলী হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। গাড়ী থেকে নামতেই ভক্তদের কীর্তন দ্বারা তিনি এত প্রভাবিত হন যে, তিনিও নৃত্য করতে থাকেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাল্য অর্পন করে স্বাগত জানান। ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীকে ইসকনের কার্যাবলী এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করান। তিনি বলেন, কিভাবে তৎকালীন মন্ত্রী সুশ্রী উমা ভারতী উজ্জয়িনীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার

জন্য আহবান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষিত হয়নি। যাই হোক, তিনি সেখানেই রয়ে যান এবং সরকার ইসকনকে যে জমি দিয়েছিল তাতে একটি প্রকল্প শুরু হয়। একথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

লন্ডন মেলোস্ সপ্তাহান্ত কীর্তন মেলার দ্বিতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠানটির অভাবনীয় সাফল্য লাভ

লন্ডন মেলোস্ কীর্তন এমনকি ইসকন-লন্ডনেও স্থান পেয়েছে। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শরৎ আসার সময় ইসকন লন্ডন ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ১লা অক্টোবর রবিবারে এর সপ্তাহান্ত কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ঋতুতে প্রবেশ করেছে। একদল দক্ষ ভক্ত কীর্তনীয়া চলমান কীর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এই সফল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদেরকে এই সুমধুর আধ্যাত্মিক যাত্রায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন করেছে। পৃথিবী বিখ্যাত কীর্তনীয়া যেমন অমল হরিনাম দাস এবং নদীয়া দেবী দাসী ছিলেন 'কীর্তন লন্ডনের' মূল সদস্য যারা মন্ত্র সঙ্গীত প্রকল্পগুলো এবং উৎসবে নিয়মিত আনন্দের সাথে যোগদান করেন। রাধিকারঞ্জন দাস, রাগলেখা দেবী দাসী এবং ডেভিড রোশ — এরা বিখ্যাত কীর্তনীয়া এবং প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী যেমন অভিষেক সিং, চৈতন্য চিন্তামণি দেবী দাসী, কিশোরী দেবী দাসী, দীর্ঘ অভিজ্ঞ জয়দেব দাস — এরা প্রত্যেকেই এই কীর্তনে নিজ নিজ দক্ষতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে অনেক দক্ষ সঙ্গীতশিল্পী ও বাদক অংশগ্রহণ করেছেন।

TOVP দলের ইউরোপ ভ্রমণ

জননিবাস দাস, অম্বরীশ দাস, স্বাহা দাসী এবং ব্রজবিলাস দাসের নেতৃত্বে একটি বিশেষ TOVP বিশ্বভ্রমণ দল নয়টি ইউরোপীয় দেশে পরিভ্রমণ করল। TOVP-র এই প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ প্রত্যেকটি ভক্তের কাছে জীবনে একবার অংশগ্রহণ করার সুযোগ এনে দিল। এই দল ভগবান নৃসিংহদেবের চরণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পাদুকা বহন করে

নিয়ে যাবেন বেলজিয়াম, জার্মানী, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, স্লোভেনিয়া, ইতালী এবং সুইজারল্যান্ডে।

এই ভ্রমণ ২০১৮ সালের ১০ই এপ্রিল বেলজিয়াম থেকে শুরু হয়ে ২০১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল সুইজারল্যান্ডে শেষ হবে।

আগামী বসন্তে লাস ভেগাস মন্দিরের উদ্বোধন

ইসকনের যুবক-যুবতীরা লাস ভেগাসে হরিনাম সংকীর্তন প্রচারের জন্য প্রস্তুত। নতুন মন্দিরের মূল লক্ষ্যই হবে পথে পথে হরিনাম প্রচার করা।

দীর্ঘ যাত্রার অবসানে, লাস ভেগাসে ২০১৮ সালে ২৬শে এপ্রিল থেকে ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত একটি মহোৎসবের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ ইসকন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। নৃসিংহ চতুর্দশীর পুণ্য তিথিতে এটি রূপায়িত হবে।

এর পিছনের কাহিনী অসাধারণ। এক পুলিশ ভক্ত দম্পতি সুরপাল দাস ও কৃষ্ণময়ী দাসী ২০০২ সালে তাদের গৃহে প্রথম একটি হরেকৃষ্ণ কেন্দ্র শুরু করার কাজে ব্রতী হন। এই প্রকল্পটি গতি লাভ করে যখন কনট্রাকটর জর্জ বোঘোস, যিনি লাস ভেগাসে চৌদ্দটি গীর্জা তৈরী করেছেন, তিনি এই শহরে নতুন পবিত্র কাঠামো তৈরী করতে যোগদান করেন। বোঘোস এই মন্দিরটি বানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কেন আমি কৃষ্ণের ভক্ত হব ?

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

এক সময় গ্রন্থ প্রচারের একজন ভক্ত একটি শহরের নাম করা হাইস্কুলে প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। একজন মাষ্টার মহাশয় সাধুকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করলেন, 'কেন আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হব? ভক্তি করলে আমার কি লাভ হবে? উপরন্তু, আমার অনেক টাকা খরচ হবে। আলাদা ঘর বানাতে হবে — ফল, ধূপ কিনতে হবে এবং সব থেকে বড় অসুবিধে হবে নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে, আর সময় নষ্ট হবে।' অন্য একজন মাষ্টার মহাশয় উপহাস করে বললেন, 'এতে আপনার কোন লাভ না হলেও ভগবানের অনেক লাভ হবে।'

ভক্তটি হাসতে হাসতে বললেন, 'এই রকম শিক্ষামূলক প্রশ্ন তো প্রথম শুনলাম — তবে আমার মনে একটি ছোট প্রশ্নের উদয় হয়েছে, যদি আপনি অনুমতি দেন তা হলে জিজ্ঞাসা করতে পারি।' মাষ্টার মহাশয় বললেন, 'বলুন! বলুন!' সকলেই ভক্তটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভক্তটি বললেন, 'যদি আপনার ছোট ছেলেটি প্রশ্ন করে, বাবা! কেন আমি পড়বো? এতে আমার কি লাভ হবে? উপরন্তু আপনার টাকা খরচ হবে। আমার অনেক ঘুম নষ্ট হবে এবং শরীর খারাপ হবে। সব থেকে বড় অসুবিধে হবে বাবা! সব সময় আমাকে টেনশনে থাকতে হবে — তাই আমি চিন্তা করেছি পড়াশুনা করে আমার কোন লাভ নেই। আপনি তখন তাকে খুব ভালভাবে উদাহরণ সহযোগে পিতা হিসাবে বোঝাবেন কিনা বলুন?' সকল মাষ্টার মহাশয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনতে লাগলেন ভক্তটির কথা। ভক্তটি বললেন আমরা সকলেই খুব সহজে ভক্তি করতে চাই না। তাই আমাদের মঙ্গলের

জন্য ভক্তি করলে কি লাভ হবে তা সহজে বোঝার জন্য আমাদের পূর্বতন আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তির ছয়টি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন —

প্রথমত ঃ ক্লেশঘ্নী — আমাদের সমস্ত দুঃখ বা ক্লেশ নষ্ট হয়ে যাবে। শাস্ত্রে তাকে ক্লেশঘ্নী বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ শুভদা — ভক্তি করলে আপনার জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠবে এবং সব কিছু শুভ হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত ঃ সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা — ভক্তি আত্মার আনন্দ স্বরূপ। তাই ভক্তি করলে আত্মা স্বাভাবিকভাবে দিব্য আনন্দ লাভ করবে।

চতুর্থত ঃ সুদুর্লভা — শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৭/৩ নং শ্লোকে অর্জুনকে বলেছেন, 'হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হন। আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমার ভগবৎ স্বরূপকে তত্ত্বতভাবে জানতে পারে।' তাই জানতে পারছেন ভক্তিপথে সকলে আসতে পারে না।

পঞ্চমত ঃ মোক্ষলঘুতাকৃৎ — শুদ্ধ ভক্তি মোক্ষকেও তুচ্ছ করে দেয়।

ষষ্ঠত ঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী — অর্থাৎ ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করা যায়। সংসারের আর অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করা সম্ভব নয়।

তাহলে বুঝতে পারছেন, ভক্তি করলে কি লাভ হবে? প্রথমতঃ আপনি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন চিহ্নিত হবেন এবং আপনার সবকিছুই মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। আপনি যখনই ভগবানের প্রসাদ পাবেন তখন আপনি নিজেই অনুভব করবেন। তুষ্টি, পুষ্টি ও সন্তুষ্টি — অন্যজনের বলার অপেক্ষা করে না যে, আপনি তিনটি জিনিষ উপলব্ধি করতে পারছেন।

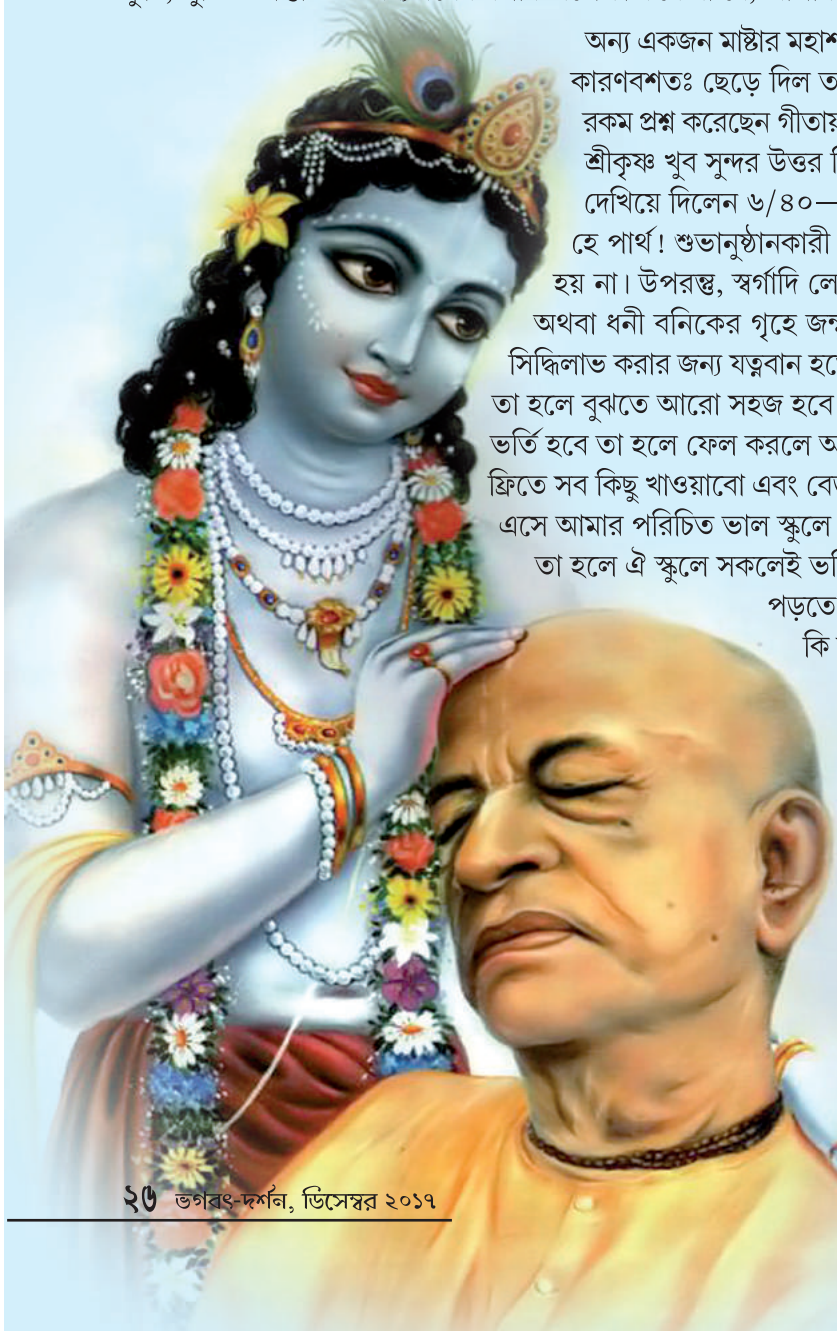

অন্য একজন মাষ্টার মহাশয় প্রশ্ন করলেন, 'যদি ভক্তি করতে করতে কেউ কোন কারণবশতঃ ছেড়ে দিল তার কোন ক্ষতি হবে কি?' ভক্তটি বললেন, 'ঠিক এই রকম প্রশ্ন করেছেন গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ৬/৩৭ নং শ্লোকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন — সকলেই দেখুন বলে গীতা খুলে ভক্তটি দেখিয়ে দিলেন ৬/৪০—৪৩ শ্লোক। সকলেই দেখলেন ভগবান বলেছেন — হে পার্থ! শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদদের ইহলোক ও পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। উপরন্তু, স্বর্গাদি লোক সমুহে বহুকাল বাস করিয়ে সদাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে অথবা ধনী বনিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করেন যাতে খুব সহজে সিদ্ধিলাভ করার জন্য যত্নবান হতে পারেন। মাষ্টার মহাশয়, একটা সহজ উদাহরণ দিই, তা হলে বুঝতে আরো সহজ হবে। যদি কেউ ঘোষণা করে যে, আমার স্কুলে যদি কেউ ভর্তি হবে তা হলে ফেল করলে আমেরিকায় বেড়াতে নিয়ে যাবো, সেখানে নিয়ে গিয়ে ফ্রিতে সব কিছু খাওয়াবো এবং বেড়াবার সুযোগ দেব আর পুনরায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে আমার পরিচিত ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব এবং পাস করাবার জন্য দায়িত্ব নেব। তা হলে ঐ স্কুলে সকলেই ভর্তি হতে চাইবে কিনা, মাষ্টারমশাই আপনারাই বলুন? পড়তে পড়তে ফেল করলে এই সব সুযোগ আর পাস করলে কি সুযোগ লাভ করবে বুঝতে পারছেন?

ভগবান স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, আমার ভক্তরা আমার কাছে ফিরে আসবে— গীতা ৯/২৫ নং শ্লোকে। কিন্তু অন্য কিছুর উপাসনা করলে পুণ্য শেষ হয়ে গেলে এই দুঃখপূর্ণ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'। এমন কি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও। কিন্তু আমার ভক্ত হলে পুনর্জন্ম হবে না —

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, কেন সারা পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণভক্ত হচ্ছেন?

আসল কথা

শ্রী নারদ মুনি

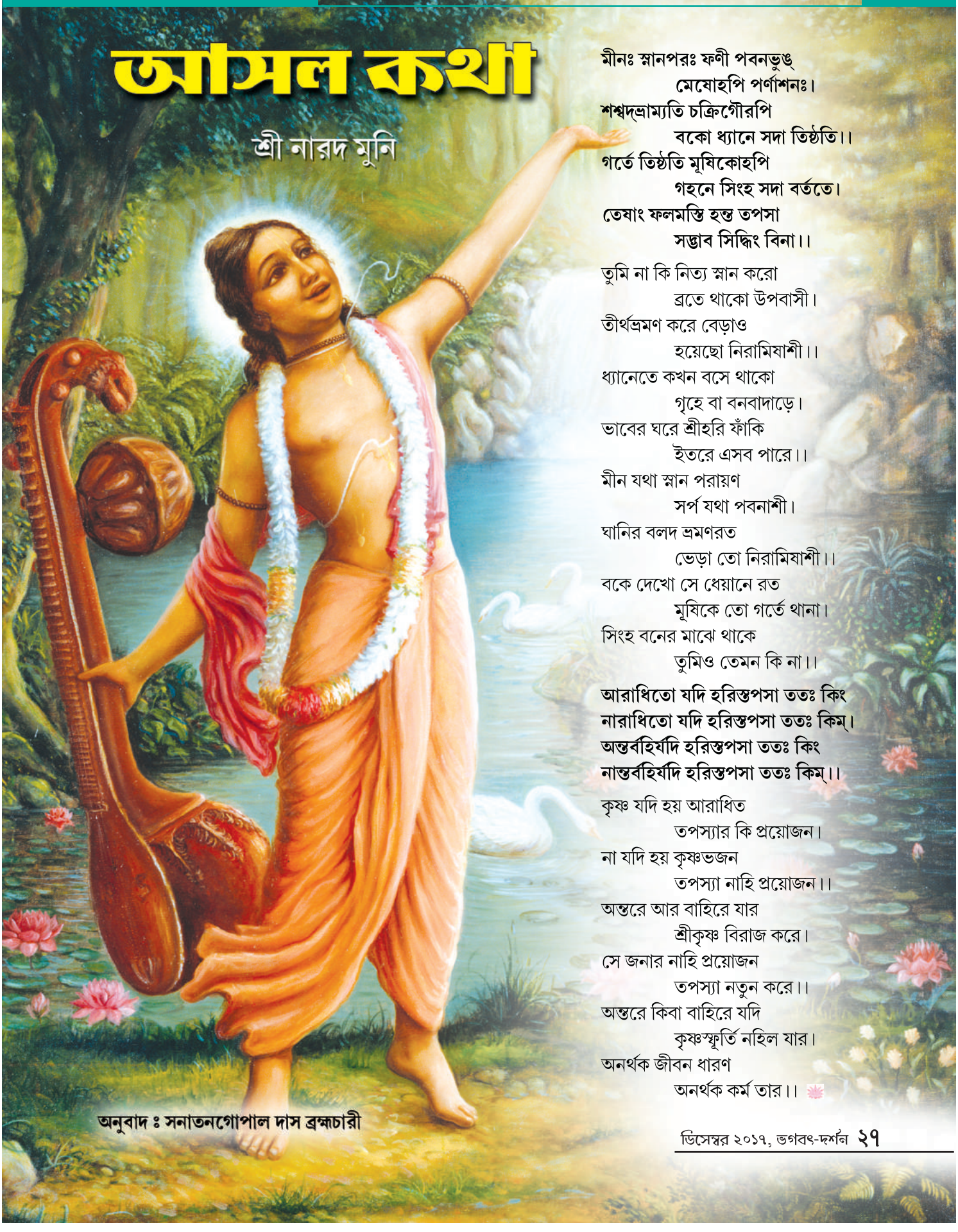

মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্
মেষোহপি পর্ণাশনঃ।
শশ্বদ্‌ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি
বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।।
গর্তে তিষ্ঠতি মূষিকোহপি
গহনে সিংহ সদা বর্ততে।
তেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা
সদ্ভাব সিদ্ধিং বিনা।।

তুমি না কি নিত্য স্নান করো
ব্রতে থাকো উপবাসী।
তীর্থভ্রমণ করে বেড়াও
হয়েছো নিরামিষাশী।।
ধ্যানেতে কখন বসে থাকো
গৃহে বা বনবাদাড়ে।
ভাবের ঘরে শ্রীহরি ফাঁকি
ইতরে এসব পারে।।
মীন যথা স্নান পরায়ণ
সর্প যথা পবনাশী।
ঘানির বলদ ভ্রমণরত
ভেড়া তো নিরামিষাশী।।
বকে দেখো সে ধেয়ানে রত
মূষিকে তো গর্তে থানা।
সিংহ বনের মাঝে থাকে
তুমিও তেমন কি না।।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

কৃষ্ণ যদি হয় আরাধিত
তপস্যার কি প্রয়োজন।
না যদি হয় কৃষ্ণভজন
তপস্যা নাহি প্রয়োজন।।
অন্তরে আর বাহিরে যার
শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করে।
সে জনার নাহি প্রয়োজন
তপস্যা নতুন করে।।
অন্তরে কিবা বাহিরে যদি
কৃষ্ণস্ফূর্তি নহিল যার।
অনর্থক জীবন ধারণ
অনর্থক কর্ম তার।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ইসকন দুর্গাপুর পরিচয়

ইসকন দুর্গাপুর মন্দিরের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ইসকন দুর্গাপুর শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন মন্দির ভবিষ্যতে দুর্গাপুরের শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ময় চন্দ্ররূপে প্রদর্শিত হতে চলেছে। ইসকন দুর্গাপুর মন্দির ২০০৩ সালে প্রচার কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ২০১৬ সালের ২৪শে আগস্ট পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে তা দুর্গাপুরের আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ও একটি দর্শনীয় স্থান। মন্দিরের মূলবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারাণী রত্ন সিংহাসনে বিরাজমান রয়েছেন। বিগ্রহের প্রভাবে মন্দিরের প্রচার কার্য দুর্গাপুর ছাড়িয়ে রাণীগঞ্জ, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, বড়জোড়া, ঝাঁজরা, পানাগড়, বর্ধমান, পান্ডবেশ্বর, উখড়া সহ অনেক জায়গায় বিস্তৃত হয়েছে যা প্রচাররূপ সূর্যের দিব্য রশ্মিরাজির প্রতিফলনে চন্দ্ররূপ মন্দিরের কার্যক্রমকে সফল করেছে এবং সেই প্রতিফলনের ফলে অসংখ্য জীব কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়ে বহুমূল্য রত্নরাজির মতো স্ফটিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। মন্দিরের মূল উৎসব রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমী যা মহাসাড়ম্বরে গুরুবর্গের উপস্থিতিতে উদযাপন করা হয়। এছাড়াও সারা বছর নানাবিধ উৎসব যেমন জন্মাষ্টমী, গৌর পূর্ণিমা, গোবর্ধন পূজা, অন্নকূট উৎসব, রাধাষ্টমী, দামোদর মাস উদযাপন, রাসযাত্রা, গীতা জয়ন্তী, পুষ্প অভিষেক সহ অনেক অনুষ্ঠান হাজারো ভক্তের উপস্থিতিতে পালিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে দামোদর মাসে প্রতি বছর নতুন আঙ্গিকে নতুন ভক্তদের কৃষ্ণভাবনায় সংযুক্ত করার যুদ্ধে ইসকন দুর্গাপুর বরাবরই এগিয়ে রয়েছে। তাছাড়া মন্দিরের বহুমুখী কর্মসূচি মদনমোহনের কৃপায় এবং ভক্তদের সহযোগিতায় নিত্য চলমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে —

প্রতি রবিবার বিকাল ৪টা থেকে শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার আলোকে আলোচনার মাধ্যমে প্রচারকদের উৎসাহ প্রদান করে তাঁদের নব উদ্দীপনায় জাগিয়ে তোলা হয় এবং নবাগতদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সকলের মাঝে বিনামূল্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রত্যহ ১০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাদরে বসিয়ে যত্নের সাথে মধ্যাহ্নকালীন কৃষ্ণপ্রসাদ বিনামূল্যে সেবা করানো

হয়। একাদশী ব্রত পালনে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে আগ্রহীদের মধ্যে বিনামূল্যে একাদশীর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তাছাড়া অনাথ, বৃদ্ধ, আদিবাসী ও অবৈতনিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও বিনামূল্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সর্বদেবময় গোমাতার সেবার নিমিত্তে মন্দিরে ছোট গোশালার মাধ্যমে সকলের জন্য গোবিন্দ প্রিয় গাভীর সেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনের নিত্যসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে আট শতাধিক পরিবার ভগবানের দিব্য সেবার ভাগীদার হওয়ার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে সামর্থ অনুযায়ী মাসিক অনুদান প্রদান করে এই সেবা প্রকল্পকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত নিত্যসেবার সংকল্পকারীদের নিয়ে প্রতি বছর বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশেষ সেমিনারের মাধ্যমে ভগবানের সেবার গুরুত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং গুরুবর্গের উপস্থিতিতে তাঁদের উপহার প্রদান ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৩৬৫ জনের প্রকল্পে আজীবন তাদের পরিজনের একটি স্মরণীয় দিনে ভগবানের সেবার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের মাধ্যমে স্মরণ উৎসব পালন করা হয়। স্মরণীয় দিনে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে সে সকল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তুলসী অর্পন করা হয় এবং ভগবানের রাজভোগের প্রসাদ তাঁদের বাড়িতে পাঠানো হয়। সমস্ত উৎসবে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বিশেষ যত্নের সাথে তাদের ভগবানের কৃপালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এককালীন অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সেবক হওয়া যায়। সেবককে একটি কার্ড, উপহার হিসেবে একটি অষ্টসখী পরিবৃত রাধামাধবের আলেখ্য, রূপোর কলস ও উত্তরীয় সম্মানের সাথে প্রদান করা হয়।

পূর্ব উল্লিখিত স্থান সমূহে মন্দিরের সাথে সংযুক্ত ভক্তগণ উৎসাহের সাথে গীতা স্টাডি সার্কেলের সাপ্তাহিক ক্লাসের মাধ্যমে ভগবদ্গীতার বাণী বিতরণ করেন। বর্তমানে ৯০টিরও অধিক ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে ৫০ জন সংঘ দাস দ্বারা। এ ক্লাসের মাধ্যমে গৃহে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন কিভাবে করতে হয় তার শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর মায়াপুরে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে সমস্ত গীতা স্টাডি সার্কেলের ছাত্র-ছাত্রীদের ৩ দিন ব্যাপী সেমিনার, পিকনিক, মহাপ্রভুর স্থান সমূহ দর্শন, নগর সংকীর্তন, বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রতি রবিবার যুবকদের সুষ্ঠু জীবন পরিচালনার জন্য রয়েছে স্পেশাল ক্লাস। তাছাড়া সেমিনার, ভগবানের দিব্য নাম জপ, নানাবিধ উৎসব উদযাপন সহ বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যদি তোমরা আমাকে খুশি করতে চাও তাহলে আমার গ্রন্থ প্রচার কর। প্রভুপাদের সেই কৃপাবাণীকে কেন্দ্র করে মন্দির থেকে সারা বছর ধরেই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচার করা হয়ে থাকে। সমস্ত ভক্তরা রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী আদি অনুষ্ঠান ও ম্যারাথন মাসে জোরদার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রন্থ প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালে রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীতে ছোট বড় মিলে লক্ষাধিক গ্রন্থ প্রচার হয়েছে। মন্দিরে একটি গ্রন্থালয় রয়েছে যার মাধ্যমে ভক্তবৃন্দ শ্রীল

প্রভৃতি কৃষ্ণভাবনার আলোকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ছোট অবস্থাতেই বাচ্চাদের চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের নিয়ে ভগবানের লীলা বিজড়িত দিব্যস্থান সমূহে ভ্রমণ করানো হয়। সারাদিন আধ্যাত্মিক খেলাধুলা, কুইজ, গীতা শ্লোক, ভজন, হরিনাম সংকীর্তন ও নানাবিধ আনন্দের মাধ্যমে সকলে দিব্যসুখ প্রাপ্ত হয়। ভ্রমণ স্থানের মধ্যে পুরী, বৃন্দাবন, দ্বারকা, চারধাম, দক্ষিণ ভারত, গঙ্গাসাগর মেলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া নানাবিধ ধর্মীয় উপকরণাদি রয়েছে যেমন, ভগবানের ফটো, বিগ্রহ, মায়াপুর ঘি, মন্ত্র বক্স সহ অনেক কিছু।

বিভিন্ন এলাকায় বাজারে মহাপ্রভুকে সঙ্গে নিয়ে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে পরিক্রমার মাধ্যমে মহাপ্রভুর বাণী— ‘পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম’, সফল করার উদ্দেশ্যে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্কুল পর্যায়ের ছেলে-মেয়েদের প্রতি রবিবার মন্দিরে নৃত্য, কীর্তন, নাটক, ভগবদ্গীতা পাঠ, ভগবানের দিব্যনাম জপ

শ্রীশ্রী রাধামদনমোহন, জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেবীর রাজভোগের মহাপ্রসাদ সর্বসাধারণের জন্য বুকিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া মহাপ্রসাদ স্টলে নিজের পছন্দ অনুযায়ী মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় বা আগে থেকে ফোনে অর্ডারও নেওয়া হয়। বিয়ে বাড়ি, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধক্রিয়া, জন্মদিনসহ নানা অনুষ্ঠানে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করার ব্যবস্থা রয়েছে। বৈদিক মতে অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধক্রিয়া, গৃহপ্রবেশ, জন্মদিনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান কার্যসম্পন্ন করা হয়।

মন্দিরে ভগবানকে পূজা দেওয়া ও ভগবানের চরণে তুলসী অর্পনের ব্যবস্থা রয়েছে। সব সময় মন্দিরে আগত ভক্তদের স্বাগত জানানো, ভগবান শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আশির্বাদ প্রদান, চরণামৃত ও ফল, মিষ্টিপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রত্যহ ১০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাদরে বসিয়ে যত্নের সাথে মধ্যাহ্নকালীন কৃষ্ণপ্রসাদ বিনামূল্যে সেবা করানো হয়।

প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে ভক্তিযোগ অনুশীলনে বিভিন্ন গীতি, প্রার্থনা, মন্ত্রাদি কীর্তন করা হয়।

পথনির্দেশ ঃ কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে দুর্গাপুর স্টেশনে বা সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড-এ নামতে হবে। এরপর 'এ'জোনের বাসে 'ডি' সেক্টর স্টপেজে নামলে হেঁটে ৫ মিনিটের পথ। বেনাচিতি প্রান্তিকা বাস স্ট্যান্ড থেকে গৌরবাজার বা লাউদোহাগামী মিনিবাসে রঘুনাথপুর ব্রীজ নামলে ডানদিকে দুর্গাপুর ইসকন মন্দির।

যোগাযোগ ঃ
১) শ্রীপাদ ঔদার্য চন্দ্র দাস। ৯৪৩৪৫৫১৯০৯
২) শ্রীপাদ সোনার চৈতন্য দাস। ৮৩৪৮২৪৭৮৯৮
ই-মেল ঃ scdjpswami@gmail.com
website : www.iskcondurgapur.com

এখন থেকে ঘরে বসে সরাসরি **ভগবৎ-দর্শন** পত্রিকার পাঠক হোন এবং সেইসঙ্গে আপনার পাঠক ভিক্ষা পাঠানোর সুবিধা গ্রহণ করুন নিম্নলিখিত website ব্যবহারের মাধ্যমে ঃ-

www.bhagavatdarshan.in

আপনি কি নিয়মিতভাবে

ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446 / 9073791237